ছোটনের রোজী আপু

কিশোর উপন্যাস

শায়েখ আব্দুল্লাহ্ আল-মুনীর

শুভেচ্ছা মূল্যঃ ৩০.০০ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থানঃ

মুসলিম ফটোস্ট্যাট এন্ড কম্পিউটিং
দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।
মোবাঃ ০১৯৩১-৪৪-১২১৪



১. রব মানে কি?

কিছুক্ষণ আগে ফজরের আযান হয়েছে। ছোটন এখনও ঘুমে বিভোর। তার বড় আপু একবার এসে ঘুম ভেঙে দিয়েছে। সে ফের ঘুমিয়ে পড়েছে। বড় আপু আবার আসল

ছোটন,এই ছোটন.... মসজিদে যাবি নে! ওঠ।

কিন্তু কে শোনে কার কথা তার ঘুম যেন ভাঙেই না। বড় আপু অনেক কষ্ট করে তাকে ঘুম থেকে তুলল। সে তাড়াতাড়ি ওযু করে মসজিদে চলে গেল।

ছোটনের বড় আপুর নাম রোজিনা। আদর করে সবাই তাকে রোজি বলে ডাকে। রোজি ছোটনের দুই বছরের বড়। তৃতীয় শ্রেনী লেখাপড়া করার পর তার বাবা তাকে আর স্কুলে পাঠান নি। তার বাবা বলেন মেয়েদের বড় হলে বাইরে যেতে নেই। রোজিরও স্কুলে না যাওয়ার জন্য কোন মনকষ্ট নেই। সে বাসাই পড়াশুনা করে তার বাবা তাকে কত রকম বই কিনে দেন। লাইব্রেরী থেকে গল্পের বই,নবীদের কাহিনী ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের মজার বই কিনে নিয়ে আসেন তার বাবা। তার বাবা তাকে খুব ভালোবাসেন। বই পড়ার প্রতি রোজির দারুণ ঝোঁক। মাকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করার মাঝে অবসর পেলেই সে বই পড়ে। রোজি কোরআনও পড়তে পারে। প্রতিদিন ফজরের সলাতের পর সে কোরআন পড়ে।

ভাইকে মসজিদে পাঠিয়ে রোজিও সলাত আদায় করে নেয়। কিছুক্ষণ পর ছোটন মসজিদ থেকে ফিরে এসে বই নিয়ে পড়তে বসে। সে ৬ষ্ঠ শ্রেনীতে পড়ে । রোজি পাশেই ফুলের চারাতে পানি দিচ্ছিল। সখ করেই এই বাগানটি করেছে রোজি। ছোটনদের বাড়িটি এমনিতেই সুন্দর। চারিদিকে গাছপালা, প্রশস্ত উঠান। এই ফুল বাগানটির কারণে বাড়িটি আরও সুন্দর দেখায়। বাগানে পানি দেওয়া শেষ হলে রোজি ছোটনের পাশে বসে কোরআন পড়তে শুরু করে। আস্তে আস্তে, টেনে টেনে একমনে কোরআন পড়তে থাকে রোজি ছোটন ক্লাসের পড়া রেখে মনোযোগ দিয়ে আপুর কোরআন তেলাওয়াত শুনতে থাকে। রোজির কোন দিকে খেয়াল নেই। সে শুধু পড়তেই আছে। রোজি যখন তার তেলাওয়াত শেষ করে কোরআন শরিফটি কাপড়ের কভারের ভিতর ঢুকাচ্ছে তখন ছোটন কথা বলল-

আপু কোরআন শুনতে এত মজা লাগে কেন? আমাদের ক্লাসের বই তো এত মজা লাগে না!

ক্লাসের বইতো মানুষের লেখা আর কোরআন তো আল্লাহর কথা যিনি আমাদের রব। ছোটনের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয় রোজি।

এতোদুর কথা বলতেই মার ডাক শোনা যায়

রোজি .... শুনে যা ....

রোজি তাড়াতাড়ি উঠে চলে যায়। ছোটন হা করে ভাবতে থাকে রব কি? কে আমাদের রব?

স্কুলের সময় হলে ছোটনের প্রিয় বন্ধু পলাশ তাকে ডাকতে আসে। তাড়াতাড়ি দুটো ভাত খেয়েই ছোটন তার সাথে স্কুলের দিকে রওয়ানা হয়। পলাশের সাথে তার বন্ধুত্ব অনেক দিনের। একবার তার দুজন স্বপন নামের তাদের গ্রামেরই একটি ছেলের সাথে লালু মিঞার আম বাগানে যায় আম চুরি করতে। স্বপনকে পাহাড়ায় রেখে তারা দুজন গাছে উঠে আম পাড়তে থাকে। এর মধ্যে লালু মিঞা বাগানে হাজির হয়ে যায়। গাছে উঠার আগে তারা স্বপনকে বলেছিল কাউকে দেখলে আমাদের বলবি। কিন্তু মিঞা সাহেবকে দেখা মাত্র সে সব কিছু ভুলে দৌড় দেয়। লালু মিঞা ছোটন ও পলাশকে দেখে গর্জে ওঠে- গাছে কে? কে ওখানে?

মিঞা সাহেবের গলার আওয়াজ শোনা মাত্র যে যেদিকে পারে লাফ দিয়ে পালায়। বাগানের পূর্ব পাশে যে পুকুরটি ছিল তার ডানদিকে দেখা হয় দুজনের। ছোটন বলে-

যদি লালু মিঞা বাবার কাছে নালিশ দেয় তবে আজ কপালে বিপদ আছে। এখন কি করা যায়?

পলাশ বলে আজ রাতে কোথায় লুকিয়ে থাকতে হবে।

পলাশের কথা খুব একটা পছন্দ না হলেও অগত্যা রাজি হয় ছোটন। দুজনে গ্রামের পরিত্যক্ত জমিদার বাড়িতে আত্মগোপন করে।

এদিকে লালু মিঞা সত্যি সত্যিই তাদের দুজনরে বাড়িতে নালিশ জানায়। ছোটনের বাবার বাজারে দোকান আছে। তিনি অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরেন। বাড়ি ফিরে যখন তিনি সব কিছু শুনলেন, ভীষন রাগ হল তার। ছোটন বাড়ি ফেরেনি দেখে তিনি গেলেন পলাশদের বাড়ি। পলাশের আব্বাও রেগে মেগে আগুন হয়ে রয়েছেন। তারা দুজনে মিলে ছোটনদের খুঁজতে বের হলেন। অনেক খোজা খুজির পর পুরনো জমিদার বাড়িতে তাদের পাওয়া গেল। দুজনকেই উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হল। সেই দিন তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, আর কখনও আম চুরি করতে যাবে না। লালু মিঞার বাগানে তো অবশ্যই নই। সেই থেকে তারা স্বপনের সাথে মেশে না। তার সাথে খেলাও করে না। দুজনে সব সময় এক সাথে থাকে। অন্য কোন সঙ্গী সাথি না পেলে স্বপন মাঝে মাঝে আসে তাদের সাথে খেলা করার জন্য কিন্তু তারা পাত্তাই দেয় না। স্কুলে যেয়ে ছোটন চুপচাপ বসে রয়েছে। এখনও সে চিন্তা করছে রব নিয়ে। পলাশ তাকে নিরব দেখে প্রশ্ন করল-

কি হয়েছে তোর?

ছোটন সবকিছু খুলে বলল পলাশকে। সে বলল রব কি আমি বুঝতে পারছিনা।

পলাশ বলল স্যারকে জিজ্ঞাসা করবি?

না, স্যার যদি আমাদের উপর রেগে যায়। আমি আমার বড় আপুকে জিজ্ঞাসা করব। আমার বড় আপু স্যারের থেকে বেশি জানে। কত বই পড়ে আমার বড় আপু। আমাকে কত গল্প শোনায়। এইতো সেদিন কিভাবে ইউনূস নবীকে মাছে খেয়ে ফেলে সেই গল্প শোনাল। এভাবে তার বড়

আপুর গুনগান গাইতে থাকে ছোটন।

পলাশ তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। ছোটনের কথা শেষ হলে পলাশ বলে-

সত্যিই তোর বড় আপু তোকে এতো গল্প শোনায়? আমি যদি তোদের বাড়ি যাই আমাকে শোনাবে না?

হ্যাঁ, শোনাবে তুই কবে আসবি? জিজ্ঞাসা করে ছোটন।

আজ সন্ধ্যায়। আগ্রহের সাথে বলে পলাশ।

সন্ধ্যা হলে ক্লাসের বই নিয়ে ছোটনের আপুর কাছে নবীদের গল্প শোনার জন্য রওয়ানা হয় পলাশ।

মা প্রশ্ন করেন কোথায় যাচ্ছিস?

পলাশ বলে ছোটনদের বাড়ি পড়ব, মা।

মা খুশি হয়ে বলেন যা।

গরমের সময়। উঠানে বিছানা পেতে হারিকেনের আলোতে পড়তে শুরু করে দুই বন্ধু। ছোটন মনে মনে আপুকে খুঁজতে থাকে। কিছুক্ষণ পর পাশ দিয়ে আম্মুকে যেতে দেখে ছোটন প্রশ্ন করে-

মা, আপু কই।

রান্না ঘরে। বলে দ্রুত চলে যান তার মা।

রান্না ঘর থেকে তার কথা শুনতে পায় রোজি। ব্যস্ততার মধ্যেই বলে-

কেন, কি দরকার?

ছোটন বলে, কিছু না।

কিছুক্ষণ পর রান্নাবান্নার দায়িত্ব মার কাঁধে তুলে দিয়ে এটি তাল পাখা হাতে নিয়ে ছোটনদের পাশে বসে রোজি। সুযোগ বুঝে ছোটন বলে-

আপু তুমি সকালে বললে আল্লাহ আমাদের রব। রব মানে কি তা তো বললে না?

হাসতে হাসতে রোজি বলে বোকা, তুমি রব মানে জান না? শোন, যিনি খাবার দেন, পানি দেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি দেন, মাটি থেকে গাছ বের করেন তিনিই রব। আল্লাহ আমাদের রব। তিনি এই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।

ছোটন আকাশের দিকে তাকায়। কত বড় এ আকাশ তাতে অগণিত তারা আর কত সুন্দর চাঁদ যিনি এ সব সৃষ্টি করেছেন তিনি কত বড়! কত মহান!

রোজি বলতে থাকে তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের চোখ কান হাত পা সব কিছু দিয়েছেন। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যা যা দরকার তিনি ত দান করেছেন। তিনি আমাদের কত ভালবাসেন। আমরাও তাকে ভালবাসব, তার হুকুম মেনে চলব। তিনি যা কিছু পছন্দ করেন তা করব আর যা কিছু অপছন্দ করেন তা করব না।

পলাশ বলে কিন্তু আমরা কিভাবে জানব যে, তিনি কোনটি পছন্দ করেন আর কোনটি অপছন্দ করেন?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে রোজি বলতে আরম্ভ করে। আল্লাহ অনেক নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন যেমন মুসা (আঃ), ঈসা (আঃ), মুহাম্মদ (সাঃ) ইত্যাদি। এসকল নবীরা আমারে শিক্ষক। তারা আমাদের

শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায়। মুহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী তার পর আর কোন নবী বা রাসূল আসবে না। আল্লাহ তার উপর আকাশ থেকে একটি কিতাব নাযিল করেছেন। কিতাব মানে বই। সেই বইয়ের নাম আল-কোরআন। আল্লাহ কুরআনের ভিতর বলে দিয়েছেন আমরা কিভাবে চলব। তাছাড়া আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যা কিছু বলে গেছেন তাকে হাদিস বলা হয়। আমরা কুরআন ও হাদিস পড়ে আল্লাহ ও তার রাসূল যা বলেছেন তা মেনে চললে আল্লাহ আমাদের উপর খুশি হবেন। তিনি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

জান্নাত কি আপু? প্রায় এক সাথে বলে ওঠে দুজনে।

রোজি বলতে থাকে জান্নাত খুবই সুখের জায়গা সেখানে সব রকম খাবার আছে। আম, জাম, আপেল, আঙ্গুর ইত্যাদি বিভিন্ন রকম ফল আছে সেখানে। যারা জান্নাতে যাবে তারা সেই সব ফল খাবে। যদি ৭০ প্লেট খাবার দেওয়া হয় তবুও তা খেয়ে নিতে পারবে তারা। যদি কোন পাখি গাছে বসে থাকে আর কেউ বলে আমি ঐ পাখিটির মাংস খাব তবে তখনই ঐ পাখি মাংস হয়ে প্লেটে চলে আসবে। খাওয়ার পর তার হাড়গুলো ফেলে দিলে তা আবার পাখি হয়ে উড়ে যাবে। সেখানে পাখাওয়ালা ঘোড়া থাকবে। তার পিঠে চড়লে তা আকাশে উড়ে বেড়াবে। আরও কত মজা হবে! যে কুরআন পড়বে হাদিস পড়বে আল্লাহ ও রাসূলের কথা মেনে চলবে তাকে আল্লাহ জান্নাতে দেবেন।

এর এশার আযান হয়ে যায়। রোজি তাদের সলাত পড়ার জন্য মসজিদে যেতে বলে। তারা বই খাতা গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ে।

২. লালু মিঞা

সকালে পলাশের সাথে ছোটন স্কুলের পথে রওয়ানা হয়। বাড়ি থেকে প্রায় ৪ মাইল দূরে তাদের স্কুলটি। তারা হেঁটে স্কুলে যায়। সেদিন আপা বলেছিল মসজিদ যত দূরে হয় তত ভাল। কারণ প্রতি পায়ে সওয়াব লেখা হয়। সে আপাকে প্রশ্ন করেছিল আমরা এত দূর হেঁটে স্কুলে যায় আমাদের কোনও সওয়াব হবে না? আপা বলল না। যদি স্কুলে কুরআন হাদিস শেখানো হতো তবে সওয়াব হতো। এমনিতেই হেটে যেতে ছোটনের ভাল লাগে না। আপার এ কথা শোনার পর আরোও বিরক্তি লাগে তার। সে ভাবে, এ সব স্যাররা কত বোকা, এরা অকারণ কবিতা আর গল্প, উপন্যাস পড়ায়। যদি এরা কুরআন হাদিস পড়াতো তবে আমাদের প্রতি পায়ে সওয়াব হতো। ৪ মাইলে কত পা হতো? ভাবতে থাকে সে। পলাশকে কথাটি বলতেই সে বলে-

ওরা কুরআন হাদীস জানলে তো শিখাবে। ওরা কি রোজি আপুর মত কুরআন হাদিস পড়ে? একথা বলে হাসতে হাসতে পথ চলতে থাকে দুজনে।

স্কুলে যাওয়ার সময় লালু মিঞার বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে হয়। দো'তালা বাড়ি লালু মিঞার। এই গ্রামের একমাত্র দোতালা বাড়ি। পাকা বাড়ি আরও দুএকটা আছে কিন্তু দোতালা বাড়ি আর একটিও নেই এ গ্রামে। ছোটনের খুব ইচ্ছা হয়

দোতালা বাড়ির ছাদে উঠে নিচের দিকে তাকালে কেমন লাগে দেখতে। কিন্তু লালু মিঞা খুবই বদমেজাজী লোক। বাড়ির ত্রি-সীমানায় প্রবেশ করতে দেয় না কাউকে। আপুর বলেছে জান্নাতে গেলে ১০০ তলা বাড়ি পাওয়া যাবে। কিন্তু জান্নাতে যেতে হলে তো আল্লাহর সব হুকুম মেনে চলতে হবে। সলাত পড়তে হবে। ছোটন সলাত পড়ে। সলাত না পড়লে আপু খুব বকা ঝকা করে। তবে মাঝে মধ্যে আলসেমী করে সলাত ত্যাগ করে সে। আর কখনও সলাত ত্যাগ করব না মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ছোটন।

লালু মিঞা বৈঠক খানায় একটি কাঠের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে। অনেক বয়স হয়েছে তার। এখন লাঠিতে ভর দিয়ে চলাফেরা করে। গ্রামের সকলে তাকে সম্মান করে। কারন তার অনেক টাকা আছে। তার বাবা কদম মিঞা জমিদার ছিল। অনেক জমি ছিল তার। সে মারা যাওয়ার সময় সব জমি বড় ছেলে লালু মিঞার নামে লিখে দিয়ে যায়। তার অন্য ৭ ছেলে কোথায় আছে কেউ বলতে পারে না। ছোটন লালু মিঞার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। চুল দাড়ি পেকে বকের পাখার মত সাদা হয়ে গেছে। তার বয়সের কেউ বেঁচে নেই এ গ্রামে। একজন ছিল, তার নাম মিনা সরদার। মিনা সরদার কয়েক মাস আগে মারা গেছে। লালু মিঞাও বেশি দিন বাঁচবে না। কিন্তু সে এ বয়সেও সলাত আদায় করে না। মাঝে মাঝে শুক্রবারে জুমার সলাতে তাকে দেখা যায়। ঈদের সলাতও পড়ে সে। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়ে না। আপু বলেছে, যে সলাত পড়ে না সে জাহান্নামী হবে। জাহান্নাম খুব খারাব জায়গা। সেখানে সাপ আছে, বিচ্ছু আছে আরও কত রকম পোকমাকড় আছে। সেখানে তিতো ফল আছে। সে ফলের নাম কি তা ছোটন ভুলে গেছে। পরে আপুর কাছে জেনে নেবে সে। সে ফলের গায়ে লম্বা লম্বা কাটা আছে। যে জাহান্নামী হবে তাকে সে ফল খেতে দেওয়া হবে। না খেলে জোর করে খাওয়ানো হবে। যে জাহান্নামী হবে তাকে গরম পানি খেতে দেওয়া হবে। কত কষ্ট হবে তার! লালু মিঞা সলাত পড়ে না। লালু মিঞা জাহান্নামী হবে। লালু মিঞার জন্য খুব মায়া হয় ছোটনের। ইস! যদি সে সলাত পড়ত তবে কত ভাল হতো। সে জান্নাতি হতো। তার ইচ্ছা হয় লালু মিঞাকে এখনই সলাত পড়তে বলতে কিন্তু তার সাহস হয় না। সে মনে মনে চিন্তা করে বড় হলে অবশ্যই সে লালু মিঞাকে সলাত পড়তে বলবে। কিন্তু ততদিন বাঁচবে তো লালু মিঞা? যদি সে এখনি মারা যায় তবে তার এতো টাকা, এতো জমি কি কাজে আসবে? টাকা, জমি তো আর কবরে যাবে না। ছোটন আপাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, লালু মিঞা সলাত পড়ে না, কুরআন পড়ে না, আল্লাহর কথা মেনে চলে না। তাহলে আল্লাহ তাকে এতো টাকা পয়সা দিয়েছেন কেন? আপু বলেছে আমরা মাংস খেয়ে হাড় ফেলে দিই। সে হাড় কুকুরে খাক আর বিড়ালে কাক আমরা তাতে কিছুই মনে করি না। কারন আমাদের কাছে হাড়ের কোনও মূল্য নেই। আল্লাহর কাছেও এই দুনিয়ার টাকা পয়সা, জমি জায়গার কোনও মূল্য নেই। তাই পাপী, অপরাধী, কাফির, মুশরিক যে কেউই এই দুনিয়ার সম্পদ পেয়ে যায় তাতে আল্লাহ পরওয়া করেন না। কিন্তু জান্নাতের নিয়ামত আল্লাহর

কাছে খুব দামী। আল্লাহ ভাল লোক ছাড়া কাউকে জান্নাত দেবেন না। যে সলাত পড়ে না আল্লাহর কথা মেনে চলে না আল্লাহ তাকে জান্নাতে দেবেন না যদিও সে অনেক টাকার মালিক হয়। টাকা দিয়ে জান্নাত কেনা যায় না। জান্নাত কিনতে হয় সওয়াব দিয়ে। যে সলাত পড়ে, কুরআন পড়ে, আল্লাহর কথা মেনে চলে আল্লাহ তাকে অনেক সওয়াব দেবেন। সে জান্নাতি হবে। যদিও সে গরীব হয়।

৩. বনভোজন

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে কত আম বাগান, জাম বাগান পার হয়ে স্কুলে এসে পৌছায় ছোটনরা। সেদিন বৃহস্পতি বার। হাফ স্কুল। স্কুল তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে যাবে ভেবে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় ছোটন । বাড়ি ফিরে কি করবে তাই ভাবতে থাকে।

পলাশ বলে আমার বড় ভাই আমাকে একটা বাঁশের ফাঁদ বানিয়ে দিয়েছে বক ধরার জন্য। আমি ফুল দিঘীর বিলে যাব বক ধরতে। আমাকে নিয়ে যাবিনে উদ্বেগের সাথে বলে ছোটন।

পলাশ সম্মতি জানালে দুজন অধির আগ্রহে ছুটির ঘন্টার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। কিছুক্ষনের মধ্যেই ছুটি হয়ে যায় স্কুল। বাড়ি ফিরে বই খাতা রেখে, না খেয়েই বক ধরার জন্য বেরিয়ে পড়ে দুই বন্ধু। ফুলদিঘীর বিল অনেক দূর। তাড়াতাড়ি না গেলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। পলাশ একটা লম্বা দড়ি নিয়েছে বক বেধে নিয়ে আসার জন্য। ছোটন খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে বক ধরার ফাঁদটি। পলাশের বড় ভাই খুব সুন্দর করে বানিয়েছে। বাঁশের চিকন চিকন কাবারী তার দিয়ে বেধে একটা খাঁচার মত তৈরী করেছে। খাঁচার মুখটি ভিতরের দিকে সুচাল বক ঢোকার সময় সহজেই ঢুকতে পারবে কিন্তু বের হতে পারবে না।

ছোটন চিন্তা করে আমার বড় ভাই থাকলে আমাকেও এরকম ফাঁদ বানিয়ে দিত। কিন্তু বড় ভাই নেই বলে কোনও দুঃখ হয় না তার। সে মনে মনে বলে আমার তো আপু আছে। কত ভাল আমার আপু!

ফুল দীঘিতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় বিকেল হয়ে যায়। পলাশ দ্রুত পকেট থেকে কয়েকটি চিংড়ি মাছ বের করে সুতা দিয়ে ঝুলিয়ে দেয় খাঁচার ভিতর। গতকাল মা যখন চিংড়ি মাছ কুটছিল তখন এগুলো চুরি করেছে সে। মা দেখলে বকতেন। মাছগুলো বাধা হয়ে গেলে ফাঁদটিকে একটু দুরে সযত্নে রেখে আসে পলাশ। তখনও সূর্যের তাপ পুরাপুরি কমে যায়নি। একটি বাবলা গাছের নিচে বসে পড়ে দুজন। অপেক্ষা করতে থাকে কখন একটি মোটা সোটা বক তাদের ফাদে আটকা পড়ে। এভাবে অনেকক্ষণ কেটে যায়। মাঝে মাঝে দুর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে দুএকটি বক। কিন্তু ফাঁদের আসে পাশে কোন বক দেখা যায় না। অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায় তারা। তাছাড়া ক্ষুধায় পেট চো চো করছে। স্কুলে যেয়ে মপি বুড়োর কাছে দু টাকার বাতাসা কিনে খেয়েছে। তার পর আর কিছুই খয়নি। এদিকে বেলা পড়ে আসছে। আর কতক্ষণ বকের অপেক্ষায় বসে থাকা যায়। রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছিল তারা। হঠাৎ কোথা থেকে একটা

পায়রা উড়ে এসে ফাঁদের নিকটে বসল। পায়রাটিকে দেখা মাত্র নিরব হয়ে গেল দুজন। প্রথমেই পায়রাটির নজর গেল ফাঁদটির দিকে। মনে হয় ফাঁদটি তার পছন্দ হল। আস্তে আস্তে ফাঁদটির দিকে এগুতে থাকলো পায়রাটি। তারপর এক লাফে ফাঁদের ভিতর ঢুকে গেল। ফদের ভিতর ঢোকার পরই যেন বুঝতে পারল সে বন্দি হয়ে গেছে। বের হওয়ার জন্য ছট ফট করতে লাগল। এক লাফে ফাদের কাছে চলে গেল ছোটনরা। পলাশ হাটু গেড়ে বসে নিপুন ভাবে পায়রাটিকে বের করার চেষ্টা করছে। সামান্য অসতর্ক হলেই উড়ে যেতে পারে পায়রাটি। সমস্ত দায়িত্ব তার উপর ছেড়ে দিয়ে গভীর মনোযোগে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করছে ছোটন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পায়রাটিকে ফাঁদ থেকে বের করে আনল পলাশ। তারপর সেটি ছোটনের হাতে দিয়ে দ্রুত পকেট থেকে দড়ি বের করে পায়রার পাদুটি কষে বেধে ফেলল সে। এখন একমাত্র চিন্তা হল কিভাবে সন্ধ্যার আগেই বাড়ি পৌঁছানো যায়। দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে হাটতে থাকে তারা। যখন দুর থেকে ছোটনদের বাড়িটি দেখা যাচ্ছিল তখন মাগরিবের আযান হচ্ছে। আসতে আসতে পলাশের মাথায় একটা মতলব আসে।

আচ্ছা, বনভোজন করলে কেমন হয়। আমি তুই তোর রোজি আপু সকলে মিলে? পলাশ খুব আগ্রহ নিয়ে বলে ছোটনকে।

পলাশের প্রস্তাবটি ছোটনেরও খুব পছন্দ হয়।

রোজা আপুও রাজি হবে। ছোটন নিশ্চিত করে পলাশকে।

সেদিনও বই নিয়ে ছোটনদের বাড়ি পড়তে আসে পলাশ। বিছানার পাশেই পায়রাটিকে রেখে পড়ার ভান করতে থাকে দুজন। পায়রাটির দুপা তখনও বাধা রয়েছে। একটু পর রোজি এসে বসল তাদের বিছানায়। ছোটন শুরু করে-

আপু দেখো কি সুন্দর পায়রা। হাত দিয়ে ইশারা করে রোজীকে পায়রাটি দেখায় সে।

তাই তো। বলতে বলতে পায়রাটিকে হাতে তুলে নেয় রোজি। কোথায় পেলি এটা? প্রশ্ন করে সে।

আপুকে সব ঘটনা খুলে বলে ছোটন। কিভাবে ক্ষুধা পেটে সারাটা বিকাল ধরে চেষ্টা করে অবশেষে পায়রাটিকে ধরতে পেরেছে সে রসিয়ে রসিয়ে আপুকে শুনায় সে। পায়রা ধরার লম্বা কাহিনী শেষ করে ছোটন বলে আপু আমরা পায়রাটিকে জবাই করে বনভোজন করব।

পায়রাটির গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে রোজি বলে লোকের পায়রা জবাই করে বনভোজন করলে পাপ হবে, আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন। আমি পায়রাটিকে ছেড়ে দেব।

পায়রার পায়ের বাধনটি অনেক কষ্ট করেও খুলতে পারে না রোজি। বটি দিয়ে দড়িটি কেটে ফেলার জন্য রান্না ঘরের দিকে চলে যায় সে। অত কষ্ট করে ধরে আনা পায়রাটি ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে দেখে খুব দুঃখ হয় ছোটনের। কিন্তু রোজি আপুর মুখের সামনে কথা বলার সাহস তার নেই। একটু পরই রান্না ঘর থেকে রোজির আওয়াজ শোনা যায়

ইস...! পা কেটে গেল পায়রাটির।

দড়ি কাটতে যেয়ে পায়রাটির পায়ের অল্প একটু চামড়া বাধিয়ে ফেলেছে রোজি। পায়রাটিকে এখনই ছেড়ে দেওয়া যাবে না। রাতে পায়রা পথ চিনতে পারবে না। একটি ঝুড়ির নিচে পায়রাটিকে ঢেকে রাখে রোজি। ঝুড়ির ভিতর একমুঠো চালও ফেলে দেয়, যাতে করে ক্ষুধায় কষ্ট না হয় তার।

ছোটন মসজিদে ফজরের সলাত পড়তে গেছে। সে ফিরে আসার আগেই পায়রাটিকে ঝুড়ির ভেতর থেকে বের করে রোজি। পায়রাটিকে ভাল করে দেখে সে। অসম্ভব সুন্দর পয়রাটি বকের মত সাদা পাখা, মাথার উপর কালো ঝুটি। ভালো করে দেখে নিয়ে আকাশে ছেড়ে দেয় তাকে। ছাড়া পওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় হারিয়ে যায় পাখিটি। ছোটন বাড়ি ফিরে যখন বুঝতে পারল পায়রাটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তখন তার ভীষন মন খারাপা হলো। সে ক্লাসের বই নিয়ে ঘরের মেঝেতে একটি বিছানা পেতে মনমরা হয়ে বসে থাকল। রোজি তখনও কোরআন পড়ছিল। কোরআন পড়া শেষ করে ভায়ের পাশে এসে বসল সে।

পায়রাটি ছেড়ে দিয়েছি বলে কষ্ট পেয়েছিস? প্রশ্ন করল রোজি।

না আপু ওটা ছেড়ে দিয়ে ভালই হয়েছে। লোকের পায়রা জবাই করলে আল্লাহ রাগ করেন আমি জানতাম না। জানলে ধরতামই না। নিজের কষ্ট ঢেকে রেখে আপুকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে ছোটন।

বনভোজন করবি? অনেকটা কৌতুকের স্বরে জিজ্ঞাসা করে রোজি।

ছোটন কিছুই বুঝতে পারে না শুধু জিজ্ঞাসু চোখে আপুর দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

রোজি তখনই ঘরে চলে যায়। ঘর থেকে বের হয়ে ছোটনের হাতে একটা চকচকে ৫০ টাকার নোট তুলে দিয়ে বলে যা গ্রামে কেউ পায়রা বেঁচে কি না দেখ। ছোটনের ছোট শহরে মামা থাকেন। প্রতি শীতে রসের পিঠা খেতে গ্রামে আসেন তিনি। গত বার তিনি এসেছিলেন রোজিদের বাড়ি। যাওয়ার সময় দুজনকে ৫০ টাকার দুটো চকচকে নোট দিয়ে যান। ছোটনের টাকা সেই কবে ফুরিয়ে গেছে কিন্তু রোজি মামার হাত থেকে টাকা নেওয়ার পরই বই এর ভিতর রেখে দেয়। এতোদিন সেখানেই ছিল। টাকা পেয়ে বই খাতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেই দৌড় দেয় ছোটন। সে চলে যায় পলাশদের বাড়ি। পলাশকে সাথে নিয়ে সারা গ্রাম টহল দেয় তারা। কিন্তু কেউই পায়রা বেচতে রাজি হয়না। মন খারাপ করে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছে এমন সময় দুর থেকে ডাক দেয় স্বপন-

এই ছোটন, আমি বলতে পারি পায়রা কোথায় পওয়া যাবে।

এমনিতে স্বপনের সাথে কথা বলে না ছোটনরা কিন্তু পায়রার কথা শুনে তারা দাড়িয়ে যায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই হাজির হয়ে যায় স্বপন।

আমি তোদের পায়রার খোঁজ বলে দেব কিন্তু আমাকে বনভোজনে নিতে হবে। গর গর করে বলে চলে স্বপন।

স্বপনের সাথে ছোটনদের মেলামেশা হয়না বহুদিন কিন্তু পাছে বনভোজনই হয় না এই ভয়ে রাজি হয়ে যায় ছোটন। বলে, যা পয়ারা নিয়ে

আয়। তোকে আমাদের সাথে বনভোজনে নেব।

ছোটনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এক দৌড়ে চলে যায় স্বপন। কিছুক্ষন পর ঠিক যেভাবে দৌড়ে গিয়েছিল সেভাবে ফিরে আসতে দেখা যায় স্বপনকে। তার ডান হাতে একটি অতিব সুন্দর পায়রা। পায়রাটি স্বপনের বড় ভায়ের। স্বপনের বড় ভায়ের নাম নয়ন। পায়রা পোষা তার সখ। প্রায় ৪০/৫০ টি পায়রা আছে তার। সে কখনও পায়রা বেঁচে না।

টাকা পয়সার প্রয়োজন হলে স্বপনের মা মাঝে মাঝে ছেলেকে না জানিয়ে দু একটি পায়রা বেঁচে দেন।

পায়রাটি নিয়ে স্বপন ছোটনদের সামনে দিয়ে দৌঁড়ে চলে যায়।

এই থাম ....এই থাম.... বলতে বলতে তার পিছু নেয় ছোটনরা।

কিন্তু স্বপন থামে না ছোটনদের বাড়ির সামনে যেয়ে হাঁপাতে থাকে সে।

রোজি আপু.... রোজি আপু.... বলে ডাকতে থাকে স্বপন।

তার ডাক শুনে তাকে ভিতরে যেতে বলে রোজি। স্বপন পায়রাটিকে রোজির হাতে তুলে দিয়ে ঘরের মেঝেতে বসে পড়ে। রোজি ভালো করে দেখতে থাকে পায়রাটি। ততক্ষনে হাজির হয়ে যায় ছোটনরা। রোজি আপুর হাতে পায়রাটি দেখে শান্ত হয় তারা।

রোজি পায়রাটি দেখে অবাক হয়। এতো কালকের সেই পায়রা। রোজি পায়রার পাদুটি ভালো করে দেখে। হ্যাঁ ... পায়ে কাটার দাগ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

তোরা এই পায়রাটিকেই না কাল ফাদে ফেলেছিলি? পায়রাটিকে ছোটনের হাতে দিতে দিতে প্রশ্ন করে রোজি।

ছোটন ও পলাশ পায়রাটিকে চিনতে পারে। তারা বিকালে ফাদ থেকে বের করার সময়ই ভাল করে দেখেছে পায়রাটিকে। ছোটন মাথা নিচু করে ভাবে তাহলে কাল স্বপনের ভাইয়ের পায়রা ধরেছিলাম? ও পায়রা জবাই করলে তো কপালে বিপদ ছিল। আপু ছেড়ে দিয়েছে, সেটাই ভালো হয়েছে। আর এখন সেই পায়রা দিয়েই বনভোজন করবে তারা। মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে ছোটন।

রোজির এখন অনেক কাজ। বাবা প্রতিদিন খুব সকালে বাজারে চলে যান। সকালেই বাবার জন্য রান্না করতে হয়। তিনি সকালের খাবার খেয়ে যান। আর দুপুরের জন্য টিফিন ক্যারিয়ারে করে ভাত নিয়ে যান। রোজির মা সব কিছু একা সামাল দিতে পারেন না। রোজি সাহায্য করে মাকে। বাবাকে বিদায় করার পর আর কোন কাজ নেই রোজির। রোজি সবাইকে এখন বাড়ি চলে যেতে বলে। ভাত খেয়ে একটু পরে চাল ডাল নিয়ে আসতে বলে তাদের। রোজির ফুল বাগানের পাশেই বনভোজন করবে তারা। সবাই বাড়ি চলে যায়।

মা প্লেটে ভাত বেড়ে সামনে দিতেই স্বপন নাকে মুখে ঢুকাতে থাকে।

এতো তাড়াতাড়ি করছিস কেন? অবাক হয়ে প্রশ্ন করে তার মা।

সে বলে রোজি আপুদের বাড়ি আজ বনভোজন করব, মা। রোজি আপু চাল ডাল নিয়ে যেতে বলেছে।

রোজির কথা শুনে খুব খুশি হন স্বপনের মা। সারা গায়ের লোক রোজিকে পছন্দ করে। সবাই তার জ্ঞানের প্রশংসা করে। সে সকল মেয়েরা নতুন সলাত পড়া শুরু করেছে তারা রোজির কাছে সলাত শেখার জন্য। রোজি তাদের সবকিছু ভাল করে শিখিয়ে দেয়। মাঝে মাঝেই তার বাড়িতে জড়ো হয় পাড়ার মেয়েরা। শুরু হয় কে কোথায় ভুল করেছে সেই আলোচনা। জরিনা রুকু না করেই সাজদাতে চলে গেছে, রহিমের বউ এক রাকাতে দুই রুকু করেছে এসব কথা প্রায়ই শুনতে হয় রোজির। সে বলে রুকু না করলে সলাত হবে না আবার রুকুও করা যাবে না। প্রতি রাকাতে রুকু হবে একটি আর সাজদা হবে দুটি।

স্বপনের খাওয়া শেষ হলে তার মা তাকে চাল ডাল ছাড়াও কয়েকটি আম দেন বনভোজনে খাওয়ার জন্য। স্বপনকে বলে দেন বড় আমটি রোজিকে দিতে। স্বপন রওয়ানা হয় ছোটনদের বাড়ির দিকে। পলাশ আগেই হাজির হয়ে গেছে। রোজি পায়রা কুটছিল। তার পাশেই বসে ছিল ছোটন আর পলাশ। স্বপনও এসে বসে তাদের সাথে। চাল ডাল গুলো রোজিকে দিয়ে ব্যাগ থেকে আমগুলো বের করে সে। আম দেখে ছোটনদের লালু মিঞার গাছে আম চুরি করার ঘটনা মনে পড়ে যায়।

ছোটন বলে এ আম চুরি করা আম নয় তো?

না, আমার মা দিয়েছে। প্রতিবাদ করে স্বপন।

তারা খুব মজা করে খায় আমগুলো। রোজি পায়রা কুটছিল আর ছোটনরা অদুরেই খেলা করছিল। অনেক দিন পর তাদের সাথে খেলা করতে পেরে খুশি স্বপন। রোজি যখন সবকিছু ঠিকঠাক করে ফুল বাগানের পাশে ইটের তৈরী চুলার উপর রান্না চড়িয়ে দিল তখন রোজির পাশে এসে বসল সবাই।

আপু, রান্না করতে করতে আমাদের একটা গল্প শোনাও না। ছোটন আবদার করে।

গল্প বলতে রোজিরও ভাল লাগে। সে শুরু করে-

তোমাদের বয়সের একটি ছেলে ছিল। সে এক জাদুকরের কাছে জাদু জাদু শিখতে যেত। সেই রাস্তার পাশে একটি ঘরে একজন আলেম থাকত। যে কোরআন হাদিস পড়ে মানুষকে শিখায়, আল্লাহর কথা মেনে চলে তাকে আলেম বলা হয়।

তাহলে তুমিও তো আলেম। কথার মাঝে বলে ওঠে ছোটন।

তার কথায় হেসে ওঠে রোজি। সে বলতে থাকে-

ঐ ছেলেটি জাদুকরের কাছে জাদু শিখতে যাওয়ার সময় প্রতিদিন ঐ আলেমের নিকট ইসলাম শিখত, কোরআন হাদিস শিখত আবার বাড়ি যাওয়ার সময় আলেমের কাছে বসতো। যাওয়ার সময় দেরি হলে জাদুকর তাকে মারতো আবার আসার সময় দেরি হলে তার বাবা মা তাকে মারত । সে একদিন আলেমের কাছে সব কিছু খুলে বলে। আলেম তাকে বলল তুমি জাদুকরের কাছে যেয়ে বলবে বাড়িতে কাজ করছিলাম তাই দেরি হয়ে গেছে আর বাড়ি যেয়ে

বলবে জাদুকরের কাছে জাদু শিখছিলাম তাই দেরি হয়ে গেছে।

রোজি বলে দেখেছো তো যদি বাবা মা শুধু স্কুলের পড়া করতে বল, কোরআন হাদিস পড়তে না দেয় তাহলে বাবা মাকে ফাকি দিয়ে কোরআন হাদিস পড়তে হবে। ক্লাসের বই এর ফাকে ইসলামী বই নিয়ে পড়তে হবে। ইসলাম শিখার জন্য মিথ্যা বলা যায়।

তারপর একদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। রাস্তায় একটা বাঘ দাড়িয়েছিল। বাঘটির ভয়ে কেউ পথ চলতে পারছিল না। ছেলেটি একটা ছোট কাঠ নিয়ে বাঘটির দিকে ছুড়ে মারল। সে মনে মনে বলল যদি জাদুকরের কথা ঠিক হয় তাহলে যেন বাঘটি না মরে আর যদি আলেমের কথা ঠিক হয় তবে যেন বাঘটি মারা যায়। ছোট কাঠটি বাঘের গায়ে লাগার সাথে সাথে বাঘটি মারা গেল। সেই থেকে ছেলেটি বুঝতে পারল যে, জাদুকর যা শেখায় তা ভুল আর আলেম যা শেখায় তাই সঠিক। সে আর জাদুকরের কাছে জাদু শিখতে যেত না । সে মনুষকে ইসলাম শিখাত। বহু লোক তার কাছে আসতো। তাদের কোন রোগ থাকলে ছেলেটি আল্লাহর কাছে দোয়া করত । আল্লাহ তাদের রোগ ভাল করে দিতেন। যারা মর্তি পুজা করে তাদেরকে মুশরিক বলে। আল্লাহ মুশরিকদের জাহান্নামে দেবেন। হিন্দুরা মুশরিক। ওরা জাহান্নামী। আমরা মুসলিম। আমরা আল্লাহর ইবাদত করি। আমরা মুর্তিপুজা করি না। যারা মর্তিপুজা করতো ঐ ছেলেটি তাদের নিষেধ করতো। বলতো মুর্তিপুজা করতে নেই। মুর্তিপুজা করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়। তার কথা শুনে অনেক লোক মুসলিম হয়ে যেতো। তারা আর মুর্তিপুজা করতো না, সলাত পড়তো। ঐ দেশের রাজা মুশরিক ছিল। সেই রাজা যখন এসব শুনল সে ছেলেটির উপর ভীষন রেগে গেল। সে কয়েকজন লোককে পাঠাল ছেলেটাকে ডুবিয়ে মারার জন্য নদীতে যেয়ে তারা ডুবে গেল আর ছেলেটি বেঁচে গেল। ছেলেটি আবার রাজার কাছে আসল। সে রাজাকে মুসলিম হয়ে যেতে বলল। কিন্তু রাজা মুসলিম হলো না। সে আরও কিছু লোককে পাঠাল ছেলেটিকে পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়ার জন্য। লোকগুলো পাহাড় থেকে পড়ে মরে গেল আর ছেলেটিকে আল্লাহ বাচিয়ে দিলেন। রাজা কিছুতেই ছেলেটিকে মেরে ফেলতে পারল না। ছেলেটি রাজাকে বলল যদি তুমি আমার কথামত কাজ কর তবে তুমি আমাকে মেরে ফেলতে পারবে। রাজা বলল কি করতে হবে? ছেলেটি বলল সব লোককে একটি মাঠে জমা করে তুমি আমার তুনির থেকে একটা তীর নিয়ে আল্লাহর নামে সেই তীর ছুড়লে আমি মারা যাবে। রাজা তাই করল। মাঠে অনেক লোক জমা হল। তারা সবাই মুশরিক ছিল। তারা মুর্তিপুজা করতো। তাদের সামনে রাজা আল্লাহর নামে তীর ছুড়লে ছেলেটি মারা যায়। তারা সবাই বুঝে ফেলল মুর্তির কোনো ক্ষমতা নেই। সব ক্ষমতা আল্লাহরই। তারা সবাই মুসলিম হয়ে গেল। কিন্তু রাজা মুসলিম হয় না। সে অনেকগুলো গর্ত করে সেই গর্তের মধ্যে আগুন জালায়। সকল মুসলিমদের আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলে সে। আল্লাহ কোরআনে সুরা বুরুজের ভিতর বলেছেন সেই রাজা জাহান্নামের আগুনে জলবে। জাহান্নামের আগুনের অনেক তাপ। অত মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে মারল?

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে স্বপন।

হ্যাঁ। মুশরিকরা মুসলিমদের শত্রু। তারা সবসময় কষ্ট দেয় মুসলিমদের বলে রোজি। গল্প বলতে বলতে রান্না শেষ হয়ে যায় রোজির। চারদিকে আযান হচ্ছে। আজ শুক্র বার। মসজিদের জুমআর সলাত হবে। যারা পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়েনা তারাও আজ মসজিদে আসবে। রোজি ওদের গোসল করে সলাত পড়তে আসতে বলে। ওরা চলে যায়। স্বপন সলাত পড়েনা কিন্তু আজ সেও টুপি মাথায় দিয়ে ছোটনদের সাথে মসজিদে যাচ্ছে। স্বপনে মা দেখে খুব খুশি। রোজি কত ভাল মেয়ে। রোজির কাছে কেউ গেলেই সে তাকে সলাত পড়তে বলে।

ওরা সলাত পড়ে ফিরে আসলে ওদের ভাত বেড়ে দেয় রোজি। নিজেও প্লেটে ভাত নিয়ে খেতে বসে ওদের সাথে। সবাইকে বিসমিল্লাহ বলে খেতে বলে রোজি নিজেও বলে-

বিসমিল্লহির রহমানির রহিম।

রোজি বলে বিসমিল্লাহ বলে খেলে আল্লাহ খুশি হন। সকল কাজের আগে বিসমিল্লাহ বলতে হয়। খাওয়ার শেষে বলতে হয় আলহামদুলিল্লাহ।

৪. ঘুড়ি

এখন গ্রীষ্ম কাল। ফুল দিঘীর বিলে পানি নেয়। কৃষকেরা ধান বুনেছিল তও কাটা হয়ে গেছে। ফুল দিঘীর মাঠ এখন প্রশস্থ মাঠে পরিনত হয়েছে। সেদিন ঘুরতে ঘুরতে একবার ছোটনরা গিয়েছিল ওদিকে। কি সুন্দর ঠান্ডা বাতাস বয় ওখানে। রাখালরা গরু ছাগল ছেড়ে দিয়ে খেলা করে। কেউ কেউ ঘুড়ি উড়ায়। কি সুন্দর রঙ বেরঙের ঘুড়ি। শহরে সুন্দর সুন্দর কাগজের ঘুড়ি কিনতে পাওয়া যায়। দামও একেবারেই কম। ১ টাকা, খুব ভাল ঘুড়ি গুলো ২ টাকা। যারা কিনতে পারে না তারা হাতেই বানিয়ে নেয়। তারপর সুতা বেধে যখন আকাশে ছেড়ে দেয় তখন বোঝাই যায় না কোনটা কেনা আর কোনটা হাতে তৈরী। মাঝে মাঝে সুতা কেটে যায়। ঘুড়ি বাতাসে ভেসে কোথায় চলে যায় খুজেই পাওয়া যায় না। ছোটন ঘুড়ি উড়াতে পারে না। একবার তার বাবা একটি ঘুড়ি কিনে দিয়েছিলেন। ঘুড়ি নিয়ে ছোটন আর পলাশ চলে আসে ফুল দিঘীর বিলে কিন্তু কিছুতেই ঘুড়িটি বাতাসে ভাসাতে পারে না তারা। ওদের কষ্ট দেখে পাশ থেকে এক রাখাল এগিয়ে আসে ওদের দিকে। রাখালটি হতে নিতেই পতপত করে আকাশে উড়তে থাকে ছোটনের ঘুড়ি। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ছোটন। এই রাখাল কি জাদু জানে? কিছুক্ষন পর যখন পুরে সুতো টেনে নেয়, ঘুড়িটি ছোটনের হাতে ছেড়ে দেয় রাখালটি। ছোটনের সে কি আনন্দ! ঘুড়িটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে। কত উপরে উঠে গেছে ওটি। মানুষ যদি অত ওপরে উঠতে পারত তবে কত ভাল হত। মাঝে মাঝে বাতাসের চাপ কমে গেলে নিচে নেমে আসছে তখনই জোরে বাতাস এসে উপরে নিয়ে যাচ্ছে ঘুড়িটিকে। এভাবে অবাক বিস্ময়ে বাতাসের খেলা দেখতে থাকে ছোটন। কিন্তু হঠাৎ ঘটে বিপত্তি। বাতাসের এক ঝটকায় সুতা কেটে আকাশের মধ্যে হারিয়ে যেতে থাকে ঘুড়িটি।

যতক্ষন দেখা যাচ্ছিল ঘুড়িটির দিকে বোকার মত চেয়ে ছিল ছোটন। তারপর কোথায় যে পড়েছে তা বোঝা যাচ্ছে না। পলাশকে সাথে নিয়ে এদিক সেদিক খুজে বেড়ায় ঘুড়িটি। অনেকক্ষন খোজাখুজির পর একটা লম্বা গাছের মাথায় ঘুড়িটিকে ঝুলতে দেখল তারা। কিন্তু অত লম্বা গাছে এর আগে কখনও ওঠেনি ছোটন। গাছে উঠলেই মাথা ঘোরে ওর। পলাশেরও একা উঠতে ভয় করছে। এদিকে বেলাও বেশি বাকি নেই। অগত্যা কি আর করার গাছে উঠল দুজনে। পলাশ যখন ঘুড়টির প্রায় নিকটে চলে গেছে তখন ছোটন গাছের মাঝামাঝি এসে আটকিয়ে গেছে। আর উঠতেও পারছে না নামতেও পারছে না। একবার মনে হল এখান থেকে লাফ মেরে দিই। কিন্তু সাহস হল না। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল মাটি কত দুরে। মাটির দিকে তাকানো মাত্র মাথা বো করে পাক দিয়ে ওঠে ওমনি হাত ফসকিয়ে সরাসরি একটা ঝোপের মধ্যে পড়ে গেল সে। বেহুশ অবস্থায় পড়ে ছিল কিছুক্ষন। ওর পড়ে যাওয়া দেখে পলাশ যেন দিক বিদিক হারিয়ে ফেলেছে। সে দুহাত দিয়ে একটা ডাল শক্ত করে ধরে আছে। ঘুড়িটির কথা ভুলেই গেছে নামার চেষ্টাও করছে না। কথাও বলছে না।

কিছুক্ষন পর ছোটনের হুশ ফিরল। আস্তে আস্তে উঠে দাড়াল সে। গাছের দিকে তাকিয়ে দেখল পলাশ আধমরার মত হয়ে গেছে। ছোটন ডাক দিল- এই..... নেমে আই...

ছোটনের গলা শুনে হুশ ফিরল পলাশের।

তোর কিছু হয় নি তো? গাছে মাথা থেকে প্রশ্ন করে পলাশ।

আস্তে আস্তে মগ ডাল থেকে নেমে আসে পলাশ। মাটিতে পা ফেলে সে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলে। স্বাধের ঘুড়িটি গাছের মাথায় ফেলে রেখে বাড়ির দিকে পা বাড়াল দুজন। এ ঘটনা আপুকে ছাড়া আর কাওকে বলেনি ছোটন। কিন্তু কিভাবে যেন বাবা জেনে ফেলে। সেই থেকে বাবা আর ঘুড়ি কিনে দেন না ছোটনকে। ছোটনেরও আগ্রহ হয় না। কেবল মাঝে মাঝে ফুল দিঘীর বিলে এসে রাখালদের ঘুড়ি উড়ানো দেখে ওরা।

আজ সারাদিন আপুর সাথে দেখা হয়নি ছোটনের। সেই সকাল বেলা আপুকে কোরআন পড়তে দেখেছে। তারপর স্কুলে চলে গেছে সে। যখন স্কুল থেকে ফিরে আসে আপু তখন ঘুমাচ্ছিল। আপুকে না জাগিয়ে ভাত খেয়ে খেলতে চলতে এসেছে ছোটন। আপুর সাথে মন খুলে কথা না বলা পর্যন্ত ভাল লাগেনা তার। অনেকক্ষন রাখালদের ঘুড়ি উড়ান দেখেছে ওরা। এবার বাড়ি যাওয়ার পালা। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌছানোর জন্য মাঠের ভিতর দিয়ে রওয়ানা হয় ছোটনরা। পাট ক্ষেতের আইলের উপর দিয়ে, কখনও বা লম্বা লম্বা আখের ভিতর দিয়ে হাটতে থাকে ওরা। এক সময় লালু মিঞার আম বাগানে পৌছে যায়। আম বাগানে একটা মাচার উপর বসে আছে ফগলা বুড়ো। লালু মিঞার আম পাহারা দেয় সে। এক সময় তারও অনেক জমি জমা ছিল কিন্তু সেসব বেচে কিনে এখন সে রাস্তার ফকীর। তিন ছেলে তার। তাদের অবস্থাও খারাপ। নিজেরাই ঠিক মত খেতে পরতে পারে না। তাই সারাটি জীবন আলসেমী করলেও বুড়ো বয়সে অনেক কাজ করে ফগলা।

প্রতি বছর আমের সময় লালু মিঞার আম পাহারা দেয় সে। তখন লালু মিঞার বাড়িতেই তিন বেলা খায়, তাকে কিছু টাকাও দেয় লালু মিঞা। আম বাগানের ভিতর দিয়ে গেলে ছোটনদের বাড়ি অনেক নিকটে হয় কিন্তু এখনও গাছে আম রয়েছে। আম বাগানে ডুকলে চোর বলে তাড়া করতে পারে ফগলা বুড়ো। তাই আম বাগানের ডান পাশ দিয়ে ঘুরে যায় তারা। রাস্তার মধ্যেই মাগরিবের আযান হয়ে যায়। একবারে মসজিদে চলে যায় দুজন। সলাত পড়ে যে যার বাড়ি চলে যায়।

৫. হেড স্যার

উঠানে বিছানা পেতে আপুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ছোটন।পড়ায় মন বসছে না। আপুর কাছে গল্প শোনা পর্যন্ত মন স্থির হবে না তার। আপুর যেন আজ কাজই শেষ হয় না। অনেক্ষন পর ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্তায় দেখা যায় রোজিকে। ভায়ের পাশে এসে বসে সে।

আপু, আজ তোমাকে খুব খুশি খুশি মনে হচ্ছে ! ব্যাপার কি? আপুকে দেখেই বলে ওঠে ছোটন।

আজ আব্বু আমার জন্য একটা নতুন বই নিয়ে আসবে। হাসতে হাসতে বলে রোজি। গত কয়েক মাস আগে বাবা নবী ইউনুস (আঃ) এর যে কাহিনীটি কিনে নিয়ে এনেছিলেন তার পিছনে আরও অনেক কটি বই এর নাম লেখা ছিল। সেখানেই আর রাহিকুল মাখতুম নামে একটি বই এর নাম ছিল। এটি আল্লাহর রসুলের একটি জীবনী। এও লেখা ছিল যে, সারা বিশ্বের মধ্যে বইটি প্রথম হয়েছে। সেই থেকেই বইটির প্রতি রোজির আগ্রহ। প্রথম যেদিন দেখেছিল সেদিনই বাবার কাছে বইটি কিনে দেওয়ার জন্য আবদার করে সে। তার বাবা অনেক খোজাখুজি করেও কোনও লাইব্রেরীতেই পাননি বইটি। পেলে কবে কিনে নিয়ে আসতেন। সেদিন বাবার এক বন্ধু ঢাকায় গিয়েছেন। বাবা তার কাছে টাকা দিয়েছেন বইটি কেনার জন্য। তিনি আজ ঢাকা থেকে ফিরবেন। রাতে বইটি তার কাছ থেকে নিয়ে আসবেন রোজির বাবা।

আপুর সাথে বাবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ছোটন। তারও খুব আনন্দ হচ্ছে। তার বাবা আজ অত বড় একটা বই নিয়ে আসবেন। সারা বিশ্বের মধ্যে প্রথম হয়েছে যে বইখানা। ভাবতেই মজা লাগছে তার।

অনেক রাতে বাড়ি ফেরেন রোজির বাবা। দেয়ালে পিঠ দিয়ে অপেক্ষা করতে করতে হালকা ঝিমকি এসে গিয়েছিল রোজির। বাবার পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় তার। ধুচমুচ করে উঠে পড়ে সে। ছোটনও ঘুমিয়ে গিয়েছিল। রোজির উঠার শব্দে তারও ঘুম ভেঙে যায়। বাবা ডাকেন-

রোজি ... দেখে যা কি নিয়ে এসেছি।

বাবার হাতে বইটি দেখে আনন্দে আটখানা হয়ে যায় রোজি। বইটি বাবার হাত থেকে নিতে নিতে বার বার আল্লাহর প্রশংসা করে সে।

প্রায় আধঘন্টা ধরে বইটি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখছে রোজি আর ছোটন। বাবা এতক্ষণে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বইটি না পড়ে ঘুমাতে ইচ্ছা করছে না রোজির। ছোটনেরও তাই ইচ্ছা। সারা বিশ্বের লোক যে বই পড়ে সেই বই হাতে পেয়েও না পড়ে কিভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় !

রোজি বিসমিল্লাহ বলে পড়তে শুরু করে। প্রথমেই লেখকের জীবনী পড়ে তারা। বইটি লিখেছেন সফিউর রহমান। তিনি একটি মাদ্রাসার শিক্ষক। কত বড় আলেম তিনি। আল্লাহর রসুলের জীবনী সম্পর্কে কত জ্ঞান তার। জ্ঞান না থাকলে কি আর প্রথম হওয়া যায়। বইটি অবশ্য মুলে আরবীতে লেখা। পরে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। রোজি আরবী পড়তে পারে কিন্তু আরবী ভাষা বোঝে না। তাই সে বাংলা অনুবাদ ওয়ালা কোরআন পড়ে।

লেখকের জীবনী শেষ করে এ পাতা সে পাতা থেকে বিভিন্ন ঘটনা পড়তে থাকে রোজি। ছোটন মনোযোগ দিয়ে শুনছে। ক্লাসের পড়া এত রাত পর্যন্ত কোনদিন করে না ছোটন। রাতে ভাত খাওয়ার পরই ঘুম লেগে যায় তার। কিন্তু আজ তার ঘুম আসছে না। আজ শুধুই কাহিনী শুনতে ইচ্ছা করছে। শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর কাহিনী............

রাত গভীর হয়েছে। হারিকেনের তেলও ফুরিয়ে আসছে। বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকলে ফজরের সময় ঘুম নাও ভাঙতে পারে। সেই ভয়ে বইটি সযত্নে টেবিলের উপর রেখে ঘুমিয়ে পড়ে ছোটনরা।

স্কুলে এসে ঘুমে ঢুলসে ছোটন। দ্বিতীয় বেঞ্চে বসেছে সে। একসময় বেঞ্চের উপর মাথা রেখেই ঘুমিয়ে যায়। স্যার ক্লাসে আসলে তাকে গুতো মেরে তুলে দেয় পলাশ।

একটা মোটা লাঠি টেবিলের উপর রেখে কিছুক্ষন চুপচাপ বসে থাকেন স্যার। ইনি ছোটনদের হেড স্যার। বাংলা প্রথম পত্র পড়ান তাদের। তার নাম যে কি জনেনা ছোটনরা। কেবল জানেন উনি হেড স্যার। স্যারের দিকে তাকিয়ে চোখ মুখ ফেকাসে হয়ে যায় ছোটনের। স্যার কাল কি যেন পড়া দিয়েছিলেন। হেড স্যার খুবই রাগী। পড়া না পারলে পিঠে দাগ বসিয়ে দেবেন। ছোটন তো কাল ক্লাসের পড়া করেনি। কেবল নবী (সঃ) এর জীবনী শুনেছে। ভয়ে আতকে ওঠে ছোটন।

স্যার বললেন কে কে পড়া করেছ উঠে দাড়াও। ছোটন তাকিয়ে দেখে পিছনের বেঞ্চের টিটু আর সে ছাড়া প্রায় সবাই উঠে দাড়িয়েছে। টিটু সারাদিন গরু চরাই, রাতে গরুর খাবার দেয়। তার অনেক কাজ। তার পড়া হওয়ার কথা নয়। সে পড়া না পরলে স্যার তাকে মারেন না । স্যার বলেন সে গরু চরিয়ে খাবে। কিন্তু ছোটনের তো বাসায় কোন কাজ নেই। তার পড়া হয়নি কেন? ছোটন মনে মনে বলে আমি তো আল্লাহর রসুলের জীবনী শুনছিলাম। কত ভাল কাজ করেছি আমি।

ছোটন আড় চোখে তাকিয়ে দেখে স্যার তার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছেন। ছোটন ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে যায়।

সবাইকে বসতে বলে স্যার ছোটনকে দাড়াতে বললেন।

আস্তে আস্তে উঠে দাড়াল ছোটন। ছোটন পড়া পারেনি দেখে স্যার খুব অবাক হয়েছেন। খারাপ ছাত্র নয় সে। পলাশ আর স্বপনও ছিল ক্লাসে। তারাও কিছু বুঝতে পারছে না।

হেড স্যার লাঠি হাতে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসেন ছোটনের দিকে। ছোটনের চোখের দিকে

দৃষ্টি পড়ল তার। ঘুমের অভাবে তরমুজের মত লাল হয়ে গেছে চোখ দুটি।

সারা রাত ঘুমস নি, টি ভি দেখেছিস? গর্জিয়ে ওঠেন তিনি। টিভি দেখে মোটেই পছন্দ নয় তার । আধাসের ওজনের লাটিঠি পিঠে বসানের জন্য উচু করেছেন এমন সময় স্বপন বলে ওঠে – স্যার ও টিভি দেখে না, টিভি নেই ওদের।

তাহলে পড়া হয়নি কেন তোর ? আরও রেগে যান হেড স্যার।

কাল রাত আল্লাহর রসুল (সঃ) এর জীবনী পড়েছি স্যার। ছোটন ফেস ফেস করে বলে। ভয়ে প্রান খাচা ছাড়া হওয়ার মত হয় তার।

ছোটনের কথা শুনে যেন মমের মত গলে যান হেড স্যার।

লাঠিটি নামিয়ে ফেলেন ছোটনের মাথার উপর থেকে ।

সত্যিই তুই কাল রাত আল্লাহর রসুলের জীবনী পড়েছিস ! কি নাম বইটার? মমতা মখা কণ্ঠে জিজ্ঞসা করেন তিনি।

আর রাহিকুল মাখতুম। বলে ছোটন। নামটি প্রায়। ভুলেই গিয়েছিল সে। কাল আপার মুখে কেবল দু'এক বার শুনেছে।

আর রাহীকুল মাখতুম! অবাক হয়ে বলেন হেড স্যার। মনেহয় তিনি চিনতে পেরেছেন বইটি।

কোথায় পেলি তুই এই বই? ছোটনকে আবার প্রশ্ন করেন তিনি।

আমার আব্বু ঢাকা থেকে আনিয়েছেন। ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয় ছোটন।

কি পড়েছিস আমাদের সবাইকে একটু শুনা তো।

কাল আপা অনেক গুলো কাহিনী পড়েছে। কোনটি শোনাবে বুঝে উঠতে পারে না ছোটন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে শুরু করে সে।

মদিনায় আমর নামে এক লোক ছিল। সে প্রথমে মুশরিক ছিল। তার একটা কাঠের মুর্তি ছিল। সে মূর্তিটিকে পূজা করত। তার গায়ে সুগন্ধি মাখাত এবং তাকে সম্মান করত। তার ছেলে মুয়াজ ছিলেন মুসলিম। মুয়াজ ও অন্যান্য মুসলিম যুবকেরা এক রাতে আমরের মূর্তিটিকে চুরি করে নিয়ে গেলেন। তারপর সেটাকে এমন একটি গর্তে নিক্ষেপ করলেন যেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। এমনকি সেখানে মানুষের পায়খানাও ছিল। আমর সকাল হলে পূজা করতে যেয়ে মূর্তিটিকে পেল না। খুজতে খুজতে মূর্তিটিকে আবর্জনাময় ঐ গর্তের মধ্যে পাওয়া গেল। তার অতি প্রিয় মূর্তির এই দশা দেখে খুব কষ্ট হল তার। সে বলল যদি আমি জানতাম কে তোমার সাথে এই আচরণ করেছে তবে আমি তাকে দেখে নিতাম। তারপর সে মূতিটিকে পরিস্কার করে সুগন্ধি মাখিয়ে ঘরে রাখল। পরের রাতেও একই ঘটনা ঘটল। আমরও একই কাজ করল। কিন্তু প্রতিদিন এমন হতে থাকলে আমর ক্লান্ত হয়ে একটি তরবারি মূর্তিটির গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বলে, তুমি নিজেই নিজেকে রক্ষা কর। সেদিন রাতেও মুয়াজ ও তার সাথীরা পূর্বের মতই মূর্তিটি চুরি করল এবং তার গলায় একটি মরা কুকুর বেধে আবর্জনাময় গর্তের ভিতর

ফেলে দিল। আমর উক্ত অবস্থা দেখে মুসলিম হয়ে গেল এবং বলল,- আল্লাহর কসম তুমি যদি রব হতে তবে তুমি একটি কুকুরের সাথে গর্তের ভিতর পড়ে থাকতে না।

কাহিনীটি শেষ পর্যন্ত বলে ছোটন কিন্তু সে এখনও মনে করতে পারছেনা ওটি কাল রাতেই শুনেছে নাকি আপু অন্য কোনও দিন শুনিয়েছিল গল্পটি।

কাহিনী শুনে খিল খিল করে হেসে ওঠেন হেড স্যার। স্যারকে হাসতে দেখে মন খুলে হেসে নেয় ক্লাসের সবাই।

স্যারকে হাসি খুশি দেখে পলাশ বলে স্যার যারা মুশরিক, যারা মুর্তি পুজা করে আমরা কি তাদের সম্মান করব ?

না, না। দেখলে না কিভাবে মুর্তিটিকে গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। হে হে করে আবার হাসেন হেড স্যার।

স্বপন বলে স্যার রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরও তো মুর্তিপুজা করত তাকে কি সম্মান করা যায়।

কিছুক্ষন নিরব থেকে হেড স্যার উত্তর দেন-

না। কোন মুশরিককেই সম্মান করা যাবে না। তোমাদের একটা কাহিনী শুনাই।

আবু তালেব আল্লাহর রসুলের আপন চাচা ছিলেন। তিনি আল্লাহর রসুলকে খুবই ভালবাসতেন। কাফিররা আল্লাহর রসুলের কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করলে তিনি আল্লাহর

রসুলকে সাহায্য করতেন। যখন শুনতেন কাফিররা আল্লাহর রসুলকে হত্যা করতে চায় তখন তিনি নিজে আল্লাহর রসুলের বিছানায় রাত কাটাতেন যাতে করে ভুল করে কাফিররা তাকে হত্যা করে আর মুহাম্মদ (সঃ) বেচে যান। কিন্ত তিনি চিরকাল জাহান্নামবাসী হবেন কারণ তিনি মুসলিম ছিলেন না, মুশরিক ছিলেন। আল্লাহর রসুলের চাচা হয়েও যদি মুশরিক হওয়ার কারনে আবু তালেব জাহান্নামী হয় তবে রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর কেন জাহান্নামী হবে না।

এতক্ষন পরে ছোটনের দিকে দৃষ্টি পড়ে হেড স্যারের। সে তখনও দাড়িয়ে রয়েছে। একটানা দাড়িয়ে থাকতে থাকতে পা টন টন করছে তার। তাকে বসতে বলতে ভুলে গেছেন তিনি। তিনি তার নিকটে আসলেন তার মাথায় হাত বুলালেন। বললেন তুমি খুব ভাল করেছ। আমাদের সবার উচিৎ আল্লাহর রসুলের জীবনী পড়া, কোরআন হাদিস পড়া, ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা।

বাড়ি ফিরে সব কথা আপুকে খুলে বলে ছোটন। শুনে রোজি খুব খুশি হয়। আপুকে কখনও এত খুশি হতে দেখেনি ছোটন।

৬. চোর

আজ শুক্রবার। ফজরের সালাত পড়ে মসজিদ থেকে বাড়ি ফিরছিল ছোটন। পটলাদের বাড়ির ঠিক সামনে তিন রাস্তার মোরে অনেক লোকের ভিড়। ছোটন কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকায় সেদিকে। পটলাদের কাঠাল গাছটির সাথে কাকে যেন বেধে রাখা হয়েছে। ছোটন ভাল করে দেখে চিনতে পারে লোকটাকে। এতো হাসু চোর। এই তো কয়েক মাস হল জেল থেকে বের হয়েছে। লালু মিঞার সিন্দুক ভেঙে অনেক টাকা চুরি

করেছিল সে। তাই পুলিশে ধরে নিয়ে যায় তাকে। পুরো ১ বছর জেলে ছিল হাসু। তার বাবার চাষ করার মত ১ বিঘা জমি ছিল তাই বেচে ছাড়িয়ে এনেছে তাকে।

এর ওর মুখ থেকে শুনে ছোটন বুঝতে পারে। গতকাল রাতে সরদার বাড়ির একজোড়া হালের গরু চুরি হয়ে গেছে। গরু দুটো চুরি করে পাশের গ্রামের কালু ডাকাতের হাতে তুলে দিয়েছে হাসু। সরদারদের অনেক লোক জন। সকালেই হাসুকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে এসেছে তারা। হাসুকে তারা খুব মার মেরেছে। তার নাকে মুখে রক্ত লেগে আছে। সে সব কিছু স্বীকার করেছে কিন্ত গরুদুটি এখন কোথায় আছে বলতে পারে না। সবাই বলছে সন্ধ্যা বেলা পুলিশ আসবে। হাসুকে আবার জেলে ঢুকাবে পুলিশ।

অনেক্ষন ধরে অবস্থা পর্যবেক্ষন করার পর বাড়ি ফিরে আসে ছোটন। আপু তখনও রান্না ঘরে। মেঝেতে বই নিয়ে বসে সে। হাসুকে নিয়ে বিভিন্ন চিন্তা মাথার ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে তার। বেশ তো এর ওর জমিতে কাজ করে খাচ্ছিল বেচারা আবার কেন গেল চুরি করতে ? এখন বুঝুক মজা। হাসুকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে অনেক সময় পার হয়ে যায়। বই টই গুছিয়ে খেতে বসে ছোটন। রোজিও বসে তার সাথে। কোন কথায় আপুকে না বলে থাকতে পারে না ছোটন।

আপু জান হাসু চোর আবার সরদার বাড়ির গরু চুরি করেছে। ওর আবার জেল হবে। এক মনে কথা বলে চলে ছোটন। ওর কথার দিকে আপুর কোন মনযোগ নেই দেখে ও বলে –

আচ্ছা আপু আল্লাহ কি বলেছেন চোরকে জেলে দিতে? এ কথা কি কোরআনে আছে?

ওর কথার কোন উত্তর দেয় না রোজি।

দাঁড়া, আসছি বলে উঠে যায় সে।

ছোটন আপুর পথের দিকে চেয়ে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পর সিমেন্টের প্যাকেট দিয়ে মোড়ান একটা খাতা হাতে বের হয় রোজি। এদিক ওদিক পাতা উল্টিয়ে কি যেন খুজছে ও। পুরো একদিস্তা পৃষ্ঠা কিনে খাতাটি নিজে সেলাই করেছে সে। রোজি যখন বাংলা অনুবাদ করা কোরআন পরে তখন প্রয়োজনীয় আয়াতগুলো ঐ খাতাতে লিখে ফেলে। কোন সুরার কত নম্বর আয়াত তাও লিখে রাখে একপাশে। চোরের শাস্তি সম্পর্কে কয়েক দিন আগে কি যেন একটা আয়াত পড়েছিল। এখন সে সেটিই খুজছে। তখনই খাতাতে লিখে নিয়েছিল কিন্ত এখন কিছুতেই খুজে পাচ্ছে না। ছোটন খাওয়া দাওয়া ভুলে হা করে চেয়ে আছে আপুর দিকে। সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

এই তো পেয়েছি। অবচেতন ভাবেই বলে ওঠে রোজি।

কি পেয়েছ আপু? অধির আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করে ছোটন।

চোরের সাজা কি তা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন। সুরা মায়েদার ৩৮ নং আয়াতে। তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে ওযু করে আয়। আমরা দুজন মিলে পড়ব আয়াতটি। বলে নিজেও ওযু করার জন্য কলের পারে যায় রোজি।

বাকি ভাতটুকু নিমিষে শেষ করে আপুর সাথেই ওযু করে নেয় ছোটন। বাংলা অনুবাদ ওয়ালা কোরআনটি নিয়ে বসে রোজি। ছোটনও বসে আপুর পাশে। রোজির দুটি কোরআন একটি শুধু আরবী আর অন্যটিতে আরবীর সাথে বাংলা অর্থ আছে। রোজি আরবী পড়তে পারে। সে সকালে আরবীতে কোরআন তেলাওয়াত করে কিন্ত আল্লাহ কোরআনের ভিতর কি বলেছেন তা বুঝতে পারে না। তাই বেশিরভাগ সময়ই সে বাংলা অর্থসহ কোরআন পরে। বাংলা অর্থসহ কোরআন পড়লে জানা যায় আল্লাহ কোরআনের ভিতর কি আদেশ করেছেন। আমাদের কি করতে বলেছেন আর কি করতে নিষেধ করেছেন। সুরা মায়েদার ৩৮ নং আয়াতটি বের করে ছোটনকে পড়তে বলে রোজি।

ছোটনের খুব ভাল লাগে। সে কখনও কোরআন পড়েনি। সে আরবী পড়তে পারে না। ইংরেজি আর বাংলা পড়তে পারে। এখন সে বাংলাতে কোরআন পড়বে। কোরআন আরবীতে পড়লেও সওয়াব হয় বাংলাতে পড়লেও সওয়াব হয়। পরে সে আরবীতে পড়া শিখে নেবে। সে পড়তে শুরু করে..... চোর ছেলে হক মেয়ে হক তার হাত কেটে দাও. এতদুর পড়েই থমকে দাড়িয়ে যায় ছোটন।

আপু কোরআনে তো চোরকে জেল দিকে বলা হচ্ছে না। হাত কেটে দিতে বলা হচ্ছে। অবাক হয়ে বলে ছোটন।

ওরা আল্লাহর কথা মানে না, ওরা পাপী, আল্লাহ ওদের জাহান্নামে দেবেন এক নিশ্বাষে বলে রোজি।

জুমুআর সলাত পড়তে মসজিদে এসেছে ছোটন। পলাশ আর স্বপন তার দুপাশে বসে রয়েছে। ইমাম সাহেব মিমবারে বসে কথা বলছেন। একটু পর আরবীতে খুতবা হবে। আরবী খুতবার আগে প্রতি জুমুয়াতে বাংলাতে কিছু কথা বলেন ইমাম সাহেব। ইমাম সাহেব কথার মধ্যে হাসু চোরের বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন চরম অপরাধ করেছে হাসু। সে কিনা সরদার বাড়ির হালের গরু চুড়ি করেছে। তার জেল হওয়া উচিৎ। ইমাম সাহেবের কথা শুনে খুব অবাক হয় ছোটন। মনে হয় সুরা মায়েদার আয়াতটি ইমাম সাহেব পড়েন নি। যদি তিনি পড়তেন তবে বলতেন হাসুর হাত কেটে দেওয়া উচিৎ। সে ভাবে ইমাম সাহেবকে আয়াতটি পড়ে শোনাবে কিন্ত সাহসে কুলাই না। মনে মনে বলে যদি ইমাম সাহেব তাদের মত ছোট হত তবে আপুর কাছে ধরে নিয়ে যেত তাকে। আপু তাকে পড়ে শোনাতো আয়াতটি। কত ভাল হত তাহলে।

সন্ধ্যা বেলা পুলিশ আসে। সত্যি সত্যিই ধরে নিয়ে যায় হাসুকে। কদিন পর শোনা যায় তার জেল হয়েছে। পুলিশ তাকে জেলে দিয়েছে। গ্রামের সকলে খুশি হয়। খুশি হয় ইমাম সাহেবও। কিন্ত রোজি আর ছোটন খুশি হয়না। তারা খুশি হত যদি হাসুর হাত কেটে দেওয়া হত। আল্লাহ যা বলেছেন সেটাই করা উচিৎ। আল্লাহ জেল দিতে বলেননি। আল্লাহ বলেছেন চোরের হাত কেটে দিতে। এই ইমাম সাহেব তা জানে না। এই ইমাম সাহেব একেবারেই বোকা।

ইস! যদি সে আমার আপুর মত কোরআন পড়ত। তবে কত ভাল হত। কত কিছু জানতে

পারত। মনে মনে ভাবে ছোটন।

৭. তাবিজ

এখন বর্ষাকাল। সবসময় রিমঝিম করে বৃষ্টি পড়ে। বর্ষাকালে খুব মজা হয় ছোটনদের। প্রায় প্রতিদিনই স্কুল কামায় করা যায়। স্যার যদি জিজ্ঞাসা করেন- স্কুলে আসিসনি কেন?

বৃষ্টি হচ্ছিল স্যার। খুব সহজ উত্তর।

সারাটাদিন বৃষ্টির মধ্যে ফুটবল খেলা, লালু মিঞার পুকুরে লাফাঝাপি করা, ফুল দিঘীর বিলে ভেলা চালান, বিলের ভিতর ডুব দিয়ে শামুক তুলে এনে সেই শামুক দিয়ে মালা গাথা আরও কত রকম মজা করা যায় এ সময়। এবারের বর্ষাকালে কিন্ত অত কিছু করা হল না ছোটনের। পরপর তিন দিন একটানা বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর বাধিয়ে ফেলেছে সে। কি ভীষন প্রকোপ সে জ্বরের। যেন জ্বলন্ত আগুন। বাবা শহেরর ডাক্তারের কাছ থেকে ব্যাগ ভর্তি ঔষধ নিয়ে এসেছেন। সেগুলো ফুরিয়ে যায় কিন্ত ছোটনের জ্বর যায় না। দেখতে দেখতে ৭ দিন চলে যায়। কি ভীষন কষ্টের প্রতিটি দিন। মাথা ব্যাথা, খাওয়ার অরুচি সব সময় বমি বমি ভাব ইত্যাদি নানা রকম অসুখ এক সাথে দানা বাধে। ঘরের মধ্যে আটকা পড়ে থাকার কষ্ট তো রয়েছেই। একটা রাতও শান্তিতে ঘুমাতে পারে না ছোটন। সারা রাত কেবলই কাতরাই। রোজিও সারারাত বসে থাকে ভায়ের মাথার কাছে। মাঝে মাঝে কপালে হাত দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে জ্বরের অবস্থা। জ্বর বেশি উঠলে ভুল ভাল বকে ছোটন। তখন তার মাথায় পানি দেয় রোজি। অবস্থা খুব খারাপ হলে মাকে ডাকে সে। আর প্রতি বার সলাত পড়ার পর সুরা ফাতিহা পড়ে ফু দেয় ছোটনের গায়। সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে না। স্কুলে যাওয়ার সময় ছোটনের সাথে দেখা করতে আসে পলাশ আর স্বপন। তার জ্বর মোটেও কমেনি। তার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে স্কুলে চলে যায় পলাশরা। রোজি এসে বসে ছোটনের মাথার কাছে।

আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আপু। কাতর স্বরে বলে ছোটন।

ওভাবে বলতে নেই ভাই। যখন কারও রোগ হয়, কষ্ট হয় তখন তার পাপ মাপ হয়। প্রতিদিন কত পাপ করি আমরা। পাপ মাফ না হলে আখিরাতে সে পাপের শাস্তি পেতে হয়। আল্লাহ যাকে ভালবাসেন দুনিয়াতে রোগ ব্যাধি দিয়ে তার পাপ ক্ষমা করেন।

আপুর কথা মন যোগ দিয়ে শুনতে থাকে ছোটন। খুব ভাল লাগে তার। আর কোন কষ্টই তার কষ্ট মনে হয় না।

আপু আমি যে লালু মিঞার বাগানে আম চুরি করতে গিয়েছিলাম সে পাপও কি ক্ষমা হয়ে যাবে? লাজুক ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে সে।

হ্যাঁ, সব পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে। তাকে নিশ্চিত করে রোজি।

মা কদিন থেকে চাপা চাপি করছেন মানু কবিরাজের কাছ থেকে তাবিজ নেওয়ার জন্য। মাকে বারবার নিষেধ করেছে রোজি। বলেছে তাবিজ নেওয়া ঠিক নয়। তাবিজ নিলে শিরক

হয়। তার কথা শুনে আর তাবিজ নিতে যাননি তার মা। কিন্ত ছেলের অসুখ যাচ্ছে না দেখে অধৈর্য হয়ে যান তিনি। একদিন কাওকে না জানিয়ে চলে যান মানু কবিরাজের বাড়ি। ৪১ টাকা দিয়ে ৪টি তাবিজ নিয়ে আসেন তার কাছ থেকে। তখন সন্ধ্যাবেলা রোজি রান্নাঘরে ছিল। ছোটনের মা তাবিজ গুল শাড়ির আঁচলে লুকিয়ে গোপনে প্রবেশ করেন ছোটনের ঘরে। ছোটন তখন চোখ বুজে পড়ে ছিল। মা তার হাত ধরে টান দিতেই চেতন হয়ে গেল সে।

কি হয়েছে মা ? দুর্বল কণ্ঠে বলে ছোটন। একটু ওঠ বাবা। এই তাবিজ গুল তোর হাতে বেধে দিই ৪১ টাকা দিয়ে মানু কবিরাজের কাছ থেকে নিয়ে এসেছি এগুলো। মমতা মাখা কণ্ঠে বলেন ছোটনের মা।

আমি তাবিজ পরবনা মা। তাবিজ পরতে আপু নিষেধ করেছে। বিরক্ত হয়ে বলে ছোটন।

ওর কথা শুনে ভীষণ রেগে যান ওর মা।

মানু কবিরাজ কি সলাত পড়ে না। সেকি কিছুই জানে না। গজগজ করতে করতে বলেন ওর মা।

মানু সলাত পড়ে কিন্ত বাংলা অর্থ সহ কোরআন পড়ে না, হাদীসের বই পড়ে না। আপুর মত ইসলাম সম্পর্কে অত জানে না। মাকে বোঝানোর চেষ্টা করে ছোটন।

অত কথা শুনতে প্রস্তত নন ছোটনের মা। জোর করে ওর ডান হাতে তাবিজগুলো বেধে দিয়ে রাগে রাগে ঘর হতে বেড়িয়ে পড়েন তিনি। একটু পরে রোজি আসলে ছোটন তাকে দেখায় তাবিজগুলো। রোজি আলতো ভাবে তাবিজগুলো খুলে নেয় ছোটনের হাত থেকে। তারপর কলমের আগা দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে উপরের মোমগুলো সরিয়ে ফেলে সে। আস্তে আস্তে তাবিজগুলো থেকে সব কাগজ বের করে আনে রোজি। সেগুলো একের পর এক সাজিয়ে ছোটনের দিকে তাকিয়ে বলে-

মানু কবিরাজ তাবিজেরমধ্যে কি লিখেছে দেখবি?

সমস্ত অসুখের কথা ভুলে ধুচমুচ করে উঠে পড়ে ছোটন। দুজনে মিলে দেখতে থাকে

কাগজ গুলো। একটি কাগজে ৫ মাথা ওয়ালা আইন দেখতে পাওয়া যায়। রোজি আরবী পড়তে পারে আরবীতে ২৯ টি অক্ষর একটিরও ৫টি মাথা নেই। রোজি কোরআনও পড়ে কিন্ত কোরানের কোথাও ৫ মাথা ওয়ালা আইন লেখা নেই। তাহলে মানু কবিরাজ কোথায় পেল এই ৫ মাথা ওয়ালা আইন?

তারপর আর একটি কাগজ দেখে রোজি তাতে জিব্রাইল আজরাইল ইত্যাদি ফেরেস্তার নাম লেখা রয়েছে।

রোগ সারার মালিক আল্লাহ। আল্লাহর কাছে রোগ সারার জন্য দোয়া করতে হবে। রোগ সারার জন্য ফেরেস্তা বা নবীদের নাম নেওয়া শিরক। ছোটনকে ভাল করে বুঝিয়ে দেয় রোজি।

অন্য একটি কাগজ সরাসরি কোরআন শরীফ থেকে ছিড়ে নিয়েছে মানু কবিরাজ।

কি সাহস মানু কবিরাজের। চোখ মুখ লাল হয়ে

যায় রোজির।

আর একটি তাবিজ একেবারেই খালি ছিল। তাতে কিছুই দেইনি মানু কবিরাজ একেবারেই ফাকি দিয়েছে।

কাগজগুলো ভাল করে দেখার পর হাতের মুঠোই করে ওগুলো নিয়ে বাইরে যেতে উদ্দত হয় রোজি।

ছোটন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে মা যদি দেখে আমার হাতে তাবিজ নেই তবে ভীষণ রেগে যাবে কিন্ত।

আসছি বলে চলে যায় রোজি।

কিছুক্ষণ পর এক মুঠো মাটি নিয়ে ফিরে আসে সে। ছোটনের সামনে তাবিজগুলোর মধ্যে ঠেসে ঠেসে মাটি ভরে আবার ওগুলো তার হাতে বেধে দেয় রোজি। এশার সলাত পড়ে রোজি ভায়ের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে। ছোটনও বাড়ি সলাত পড়ে। মসজিদে যাওয়ার শক্তি নেই তার।

ফজরের আযান দিতেই ঘুম ভেঙ্গে যায় ছোটনের। তার কেন জানি মনে হচ্ছে জ্বর সেরে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে সে। মাথায় কপালে হাত দেয় ছোটন। না কোন জ্বর নেই। বমি বমি ভাবও নেই আর। উঠে ওজু করে ছোটন। হাটতে হাটতে মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। কাওকে কিছু বলে না। খাওয়া দাওয়ার অনিয়মের কারণে যে শারীরিক দুর্বলতা সেটি ছাড়া আর কোন সমস্যা নেই এখন।

সে মসজিদ থেকে ফিরে আসলে তাকে নিয়ে প্রায় উৎসবের সৃষ্টি হয় বাড়িতে। মা বলেন মানু কবিরাজের তাবিজেই তাহলে কাজ হল।

কথাটি ভীষণ অপছনদ হয় রোজির। আপুর মুখের দিকে তাকিয়ে খারাপ লাগে ছোটনরও। মার দিকে তাকিয়ে খিল খিল করে হাসতে থাকে সে।

ওভাবে হাসছিস কেন? রেগে যান ছোটনের মা।

তোমার মানু কবিরাজের তাবিজ খুলে তার মধ্যে মাটি পুরে দিয়েছে রোজি আপু। বিশ্বাস না হলে নিজ চোখে দেখ বলে আরও জোরে হাসতে থাকে ছোটন।

তাবিজগুলো তখনও ছোটনের হাতে ঝুলছে। রোজি যে এমন কাজ করতে পারে মা তা জানতেন। তাই তাড়াতাড়ি তাবিজগুলো খুলে নিয়ে একটা কাঠি দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি বাবা বাড়িতেই ছিলেন তিনি পাশের ঘর থেকে সব কিছুই শুনছিলেন। তিনিও এসে দাড়ালেন ছোটনের মার পাশে। তারা যখন বুঝতে পারলেন তাবিজগুলোর মধ্যে সত্যি সত্যিই মাটি ছাড়া কিছু নেই তখন হো হো করে হেসে উঠলেন ছোটনের বাবাও। বাবাকে এই প্রথম হাসতে দেখল তারা। তিনি খুবই গম্ভীর লোক। সহজে হাসতে দেখা যায় না তাকে। সব কিছু দেখে শুনে ভীষণ লজ্জা পেলেন ছোটনের মা।

সেই সুযোগে তাবিজের কাগজগুলো এনে সবাইকে দেখাল রোজি। সবাইকে বুঝিয়ে দিল রোগ বালাই হলে সবর করতে হয়, আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হয়। ডাক্তারের কাছে ঔষধ খাওয়া যায় কিন্ত কবিরাজের কাছে তাবিজ নেওয়া যাবে না। কবিরাজরা কোরআন হাদিস

নিয়ে ব্যাবসা করে। তারা খুব খারাপ লোক।

সকালে ডাকতে আসে পলাশরা। পলাশ বলে-

হেড স্যার প্রতিদিন তোকে খোঁজ করে।

ভাত খেয়ে ওদের সাথে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায় ছোটন।

৮. নতুন স্যার

স্কুলে গিয়ে তারা শুনল একজন নতুন স্যার এসেছেন তাদের স্কুলে। উকি ঝুঁকি মেরে অনেক চেষ্টা করেও নতুন স্যারের দর্শন লাভ করতে পারেনা তারা। কিন্ত বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। হেড স্যার নতুন স্যারকে নিয়ে সরাসরি হাজির হয়ে গেলেন ছোটনের ক্লাসে। নতুন স্যারকে তাদের সাথে পরিচিত করিয়ে দেবেন তিনি। তিনি শুরু করলেন।

ইনি তোমাদের নতুন স্যার। উনার নাম নারায়ন চন্দ্র। এক সময় এই স্কুলেরই ছাত্র ছিল নারায়ন। আমি তখনই এই স্কুলের শিক্ষক ছিলাম। তখন আমরা তাকে নেরু বলে ডাকতাম। আমি এখনও তাকে নেরু বলে ডাকব।

কি বল তুমি ? নতুন স্যারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন হেড স্যার।

নতুন স্যার মুখ কাচু মাচু করতে করতে অনিচ্ছা সত্বেও জী স্যার, জী স্যার বলে এমন ভাবে মাথা নাড়েন যে, মনে হয় তিনি খুব খুশি হয়েছেন।

হেড স্যার কথা বলছিল আর সেই ফাঁকে ছোটনরা ভাল করে দেখে নিচ্ছিল নতুন স্যারকে। কি অদ্ভুত চেহারা তার। চকচক করছে হাতের তালুর মতই চুল বিহিন মাথাটি। পাখির ঠোঁটের মত নাক। দাঁতগুলো গাছের ডালপালার মত এবড়ো থেবড়ো। প্রতি দুই দাঁতের মাঝে আঙ্গুল পরিমান ফাক। স্কুলের ছাত্ররা অবাক হয়ে এমন ভাবে দেখছিল যেন তিনি চিড়িয়াখানার তোন জন্তু। পরিচয় পর্ব শেষে যখন হেড স্যার তাকে নিয়ে অফিসের দিকে রওয়ানা হন তখনও উৎসুক ছাত্রদের ভিড় জমে ছিল তার পিছনে।

এই পরিচয় পর্বের পর থেকে স্কুলের সবাই তাকে নেরু স্যার বলে। তবে স্যার শুনে ফেললে বিপদ। ভীষণ রেগে যাবেন তিনি। একবার নবম শ্রেনীর এক ছাত্রের মুখে নেরু বলা শুনে ফেলেছিল স্যার। তাকে কি মারই না মেরেছিল। কিন্ত হেড স্যার সব সময় তাকে নেরু বলে ডাকেন। ছোটন খেয়াল করে দেখেছে হেড স্যার যখনই স্যারকে নেরু বলে তাকে কান মুখ লাল হয়ে যায় স্যারের।

মাগরিবের সলাতের পর ছোটনদের বাড়ি একযোগে পড়তে বসেছে ছোটন, পলাশ আর স্বপন। হৈ চৈ করে যে যার মত পড়ছে তারা। ২য় সাময়িক পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে এসেছে। হেড স্যার বলে দিয়েছেন পরীক্ষায় ফেল করলে প্রত্যেকের বাড়ি নোটিশ পাঠান হবে। ৫০ টাকা জরিমানা করা হবে। নেরু স্যার বলেছে স্বদেশ প্রেম রচনাটা শুখস্ত করতে। পরীক্ষায় আসবে ওটা। তারা এখন ঐ রচনাটাই মুখস্ত করছে। সারাটা কাল হেসে খেলে বেড়িয়েছে এখন আর অবহেলা করার সুযোগ নেই ওদের। তারা পড়ছে- দেশ আমাদের আলো দেয়, বাতাস দেয়,

আমরা দেশের মাটিতে বসবাস করি। আমরা দেশকে ভালবাসব। দেশ প্রেম ঈমানের অংগ।

রোজি তাদের পাশেই বসেছিল। অনেক্ষণ ধরে তাদের পড়া শুনছে সে।

তোদের বইএ ভুল আছে। বইএ যা লেখা আছে পরীক্ষার খাতায় তাই লিখলে পাপ হবে। হঠাৎ বলে ওঠে রোজি।

রোজির কথা শুনে নিশ্চুপ হয়ে যায় তারা। এত কষ্ট করে পাপ করতে রাজি নয় ছোটনরা।

তাহলে তুমি একটা সঠিক রচনা লিখে দাও যাতে সওয়াব হয়। ছোটন বলে।

রোজি বলে আমার লিখে দেওয়া রচনা পরীক্ষার খাতায় লিখতে পারবি তো ?

খুব পারব, কেন পারব না। সমস্বরে বলে ওঠে সবাই।

রোজি আবার বলে আমার শেখান রচনা লিখলে কিন্তু স্যারে নাম্বার দেবে না।

না দিক। আল্লাহ সওয়াব দিলেই হবে। তুমি লিখে দাও না। জিদ ধরে বসে তারা।

রোজি লেখে

আল্লাহ আমার রব তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। এ দেশ তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এ আকাশ বাতাস আলো সব কিছু তারই দান। দেশ আমাদের জন্য কিছুই করেনা। দেশ জড় বস্তু। কিছু করার ক্ষমতাই নেই। আমরা আল্লাহকে ভালবাসব। আল্লাহর আইন চলে যে দেশে সে দেশকে ভালবাসব। যে দেশে আল্লাহর আইন চলে না সে দেশকে আমরা ভালবাসব না। দেশ প্রেম ঈমানের অংগ এই কথাটি ঠিক নয়। কোরআনে বা হাদিসের কোথাও নেই এটি।

একটি কাগজে এ কথাগুলো লিখে তাদের হাতে দিয়ে দেয় রোজি। তারা সবাই নিজ নিজ খাতায় লিখে নেয় রোজি আপুর রচনাটা।

তিন চার দিন ধরে রোজি আপুর রচনাটা মুখস্ত করার চেষ্টা করছে স্বপন। কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠছে না সে। ছোটন আর পলাশ সেই কবেই মুখস্ত করে নিয়েছে ওটি। ওদের মাথা ভাল। ওরা সহজেই মুখস্ত করতে পারে। স্বপনের মাথা তত ভাল নই। তারপরও সে মুখস্ত করবে। পরীক্ষার খাতায় আর কিছু লিখতে না পারলেও রোজি আপুর রচনাটি অবশ্যই লিখবে।

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। রোজির লিখে দেওয়া রচনাটি লিখতে ভুল করেনি তিন জনের এক জনও। ২য় সাময়িক পরীক্ষার পর রেজাল্ট বের হওয়ার আগেই নিয়মিত ক্লাস শুরু হয়ে যায়। ছোটনরা নিয়মিত ক্লাস করে।

ছোটন, পলাশ আর স্বপন দাড়িয়ে রয়েছে ক্লাসের ভিতর। একটু আগে নতুন স্যার তাদের দাড় করিয়ে রেখে লাঠি আনতে গেছে। তারা নাকি কি সব উল্টা পাল্টা লিখেছে পরীক্ষার খাতায়। সেজন্য কঠিন শাস্তি হবে তাদের। যেমন তেমন ব্যাপার হলে অন্য কাউকে লাঠি আনতে পাঠাতেন স্যার। কিন্তু ব্যাপার গুরুতর তাই নিজেই পছন্দ মত লাঠি আনতে গেছেন।

ছোটন মনে মনে বলে আমরা উল্টা পাল্টা কিছুই লিখিনি। রোজি আপু যা যা বলেছে ঠিক তাই

লিখিছি। ঠিকই লিখেছি আমরা। এর জন্য যদি মার খেতে হয় তবে তাতে কোন দুঃখ নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যে মোটা একটা লাঠি নিয়ে ফিরে আসেন নতুন স্যার। বাঘ শিকার দেখলে যেমন করে, ছোটনদের দিকে তাকিয়ে তেমনি লম্ফ ঝম্ফ করতে থাকেন তিনি।

আতংকে সংকুচিত হয়ে যায় ছোটনরা। আজ বুঝি আর রক্ষা নেই।

হঠাৎ হেড স্যারের গলা শুনা যায়

কি হয়েছে ? নেরু

হেড স্যারের গলা শুনে ভূত দেখার মত চমকে ওঠে নারায়ন চন্দ্র।

স্যার, পরীক্ষার খাতায় কি সব উল্টা পাল্টা লিখেছে এসব বে .. আদব.. রা। তোতলাতে তোতলাতে বলেন তিনি।

কই দেখি কি লিখেছে। মোটা গলাই বলেন হেড স্যার।

এই যে দেখুন। খাতা গুলো তার হাতে তুলে দিতে দিতে বলে নারায়ন চন্দ্র।

হেড স্যার পড়তে শুরু করেন রোজির লিখে দেওয়া রচনাটি।

আল্লাহ আমাদের রব তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। এ দেশ তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এ আকাশ বাতাস আলো সব কিছু তারই দান। দেশ আমাদের জন্য কিছুই করেনা। দেশ জড় বস্তু। কিছু করার ক্ষমতাই নেই। আমরা আল্লাহকে ভালবাসব। আল্লাহর আইন চলে যে দেশে সে দেশকে ভালবাসব। যে দেশে আল্লাহর আইন চলে না সে দেশকে আমরা ভালবাসব না। দেশ প্রেম ঈমানের অংগ এই কথাটি ঠিক নয়। কোরআনে বা হাদিসের কোথাও নেই এটি।

পড়া শেষ করে কিছুক্ষণ নিরব থাকেন হেড স্যার। দম বন্ধ হয়ে আসে ছোটনদের। না জানি কি হয়। মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকে তারা।

কিছুক্ষণ পর মাথা তোলেন হেড স্যার। ঠিকই তো লিখেছে।

বুঝেছ নেরু? নতুন স্যারের দিকে না তাকিয়ে প্রশ্ন করেন হেড স্যার।

জি স্যার। বোকার মত উত্তর দেয় নারায়ন চন্দ্র।

তোমার লাল কলমটা দেখি। খাতা গুলো টেবিলের উপর রাখতে রাখতে বলেন হেড স্যার।

আস্তে করে বুক পকেট থেকে লাল কলমটি বের করে হেড স্যারের হাতে তুলে দেয় নারায়ন।

ছোটন উচু হয়ে দেখার চেষ্টা করল কি হচ্ছে।

১০ মার্কের রচনা। নেরু স্যার কোন মার্কই দেইনি ছোটনদের। কেবল বড় আকৃতির একটা করে শুন্য বসিয়ে রেখেছে। হেড স্যার সেই শুন্যগুলোর ডান পাশে একটা করে বড় বড় আট বসিয়ে দিচ্ছেন। ছোটন তাকায় নেরু স্যারের দিকে। স্যারের চোখ ওদের খাতার শুন্যগুলোর মতই গোল্লা গোল্লা হয়ে গেছে। খুব মনযোগ দিয়ে তিনি দেখছেন কিভাবে হেড স্যার সুন্দর

করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ৮ গুলো লিখছেন। যেন মনে হচ্ছে ক্ষোভে আর অপমানে ফেটে পড়বেন তিনি।

৯. ছোটনের রোজি আপু

মাগরিবের সলাত পড়ে বাড়ি এসে আপুকে খুজতে থাকে ছোটন। আপুকে এক নজর না দেখলে কোন কিছুতেই মন বসে না তার। রোজি উঠানে একটা মোড়ার উপর মনমরা হয়ে বসেছিল। তাকে দেখে আতকে ওঠে ছোটন। অমন গোমরা মুখে আপুকে কখনও দেখেনি সে।

কি হয়েছে আপু ? কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে ছোটন।

কোন উত্তর দিলনা রোজি। কেবল মনে হল সে কাদছিল। আপুর কোন কষ্ট সহ্য হয়না ছোটনের। সে অস্থির হয়ে উঠল। বেশিক্ষণ ধৈর্য ধরতে না পেরে রান্না ঘরে চলে গেল। রান্না ঘরে মা রান্না করছিলেন।

মা আপুর কি হয়েছে ? প্রবল উৎকণ্ঠার সাথে মাকে জিজ্ঞাসা করে সে।

কই কিছু হয়নি তো। হাসতে হাসতে বললেন তার মা।

মায়ের হাসি ছোটনকে আরও উদ্দিগ্ন করে তোলে। পুরো ব্যাপারটি তার কাছে গোলমেলে টেকছে। মোটেও স্থির হতে পারছে না সে। কি করবে তাও বুঝতে পারছে না। পাশের বাড়ির জরিনা আপু হয়তো কিছু বলতে পারবে। জরিনা আর রোজি প্রায় সম বয়সী। মাঝে মাঝে ছোটনদের বাড়ি আসে জরিনা। রোজি অল্প সল্প যা একটু গল্প গুজব করে জরিনার সাথেই করে। ছোটন তখনই চলে যায় জরিনা আপুদের বাসায়। ছোটনকে দেখে অবাক হয় জরিনা। সম্ভবত এর আগে কখনই জরিনাদের বাড়ি যায়নি।

সে। জরিনাকে সবকিছু খুলে বলতেই আসল ঘটনা ছোটনকে বলে দেয় জরিনা। লালু মিঞার ছেলে চান্দু ছোটনের বাবার কাছে রোজিকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। বাবা সানন্দে গ্রহণ করেছে সে প্রস্তাব। ছোটনের মাও রাজি হয়েছে। চান্দু লালু মিঞার একমাত্র ছেলে। লালু মিঞার বিষয় আসয় যা কিছু আছে আজ বাদে কাল সেই তার মালিক হবে। এত ভাল পাত্রের প্রস্তাব কিভাবে অগ্রাহ্য করা যায়।

লালু মিঞাও এ বিষয়ে পুরোপুরি রাজী। পাড়া পুতিবেশীর মুখে রোজির গুনোগান শুনে মুগ্ধ হয়েছে সে।

আমাদের কি আর এমন কপাল। আফসস করে বলে জরিনা।

জরিনার কাছে সব কিছু শুনে শান্ত হয় ছোটন। বিয়ের কথা শুনলে সব মেয়েরাই কাদে। এই তো গত বছর বিয়ে হল শাহেদা ফুফুর। কত কদাই না কাদলেন তিনি। তারপর সব ঠিক হয়ে গেছে। এখন শশুর বাড়ি যান হাসতে হাসতে। একটা ছেলেও হয়েছে তার। ছোটন বাড়ি চলে আসে।

লালু মিঞার ছেলের সাথে যদি আমার আপুর বিয়ে হয় তাহলে লালু মিঞার আম বাগানে যেয়ে যখন তখন আম খাওয়া যাবে। লালু মিঞাদের দু-তালাতে উঠে দেখা যাবে নিচের

বাড়ি ঘর গুলো কেমন দেখায়। এসব ভাবতে ভাবতে আর পড়া হয়না তার। সেদিন সারা রাত ওসব ভেবেই কাটিয়ে দেয় ছোটন। কত যে মজা লাগছে তার।

সকালে স্কুলে যেতে যেতে পলাশকে সব কিছু খুলে বলে ছোটন। রোজি আপুর বড় জায়গায় বিয়ে হবে শুনে পলাশেরও ভাল লাগে। তারা রোজি আপুর ভালই চায়। স্কুল থেকে ফিরে সেদিন আর খেলতে যায়না ছোটনরা। রোজি আপুর সাথে গল্প করবে তারা। চান্দুর সাথে বিয়ে হয়ে গেলে তো আর যখন তখন গল্প করা যাবেনা রোজি আপুর সাথে। বাড়িতে যেয়ে রোজিকে পেয়েই তাকে দুদিক থেকে ঘিরে ধরে দুজন। আপু একটু বসো না তোমার সাথে কথা আছে। ছোটন বলে।

রোজি বসতে না বসতেই চটন তার সমস্ত পরিকল্পনাগুলো খুলে বলতে থাকে আপুকে। চান্দুর সাথে রোজির বিয়ে হলে কি কি করবে ছোটন সেই সব মজা করে বর্ণনা করে চলে।

আমি চান্দুকে বিয়ে করব না। রাগে ফুলতে ফুলতে বলে ওঠে রোজি।

রোজির কথাটি বজ্রের মত আঘাত করে ছোটনের মনে। তার সমস্ত আশা আকাঙ্খা রোজির এক কথায় ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়।

কেন আপু ? নরম গলায় প্রশ্ন করে ছোটন।

সে সলাত পড়ে না। সে জাহান্নামী হবে। তাকে বিয়ে করলে আমিও জাহান্নামী হব। বলে হাও হাও করে কেঁদে ফেলে রোজি।

এতক্ষণ পড়ে ঘোর কাটে ছোটনের। তাই তো চান্দুতো সলাত পড়ে না। এতোদিন ধরে মসজিদে যায় ছোটন কখনও দেখেনি তো তাকে। চান্দুর সাথে বিয়ে হলে সত্যি সত্যিই তো আপু জাহান্নামী হবে। জাহান্নামী হলে কি প্রচন্ড কষ্ট হবে আপুর। সাপ, বিচ্ছু আরও কত রকম পোকামাকড় কামরাবে আপুকে। জাহানআমের কথা ভাবতেই ছোটন শিউরে ওঠে। গায়ের লোম ঘাড়া হয়ে যায় ওর। সে বুঝতে পারে আপু এক ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। এ বিপদে সে ছাড়া আপুকে সাহায্য করার মত আর কেউ নেই।

মা রান্না ঘরে ব্যস্ত ছিলেন। গুটি গুটি পায়ে রান্নাঘরে প্রবেশ করল ছোটন। অপরাধীর মত দাড়াল মায়ের বাম পাশে। মা তার উপস্থিতি টের পেয়ে বললেন- কিছু বলবি ?

আপু চান্দুকে বিয়ে করবে না। কোন ভূমিকা ছাড়ায় বলে ফেলে ছোটন।

ছোটনের কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন তার মা। হিংস্র পশুর মত দাঁত খিচিয়ে বললেন- কেন ?

চান্দু সলাত পড়ে না তাই। বুকে সাহস সঞ্চয় করে বলে ছোটন।

একথা শুনে আরও রেগে যান ছোটনের মা। যেখানে যা ছিল ফেরে রেখে বেয়াড়া মেয়েকে সায়েস্তা করার জন্য তীরের মত বেরিয়ে পড়েন রান্না ঘর থেকে। রোজিকে উঠানের উপরই পেয়ে যান তিনি। রোজিকে যাচ্ছে তাই বলে গালা গালি করেন তিনি।

মার কাছে এমন ব্যবহার কখনও পায়নি রোজি।

এ ঘটনার পর দারুণভাবে ভেঙ্গে পরে সে। অনেক রাতে বাবা বাড়ি ফিড়লেন সব কিছু শুনে তিনিও বেজায় ক্ষেপে গেলেন। এমন ভাবে চিৎকার করতে লাগলেন যে পাড়া প্রতিবেশিরা পর্যন্ত জড়ো হয়ে গেল। সবকিছু শুনে পাড়া প্রতিবেশিরাও রোজিকে নিন্দা করতে লাগল। এ কেমন বেয়াড়া মেয়ে। মা বাবার কথার বিরুদ্ধে যায়। মা বাবা কি সন্তানের খারাপ চান। সকলে মিলে বোঝাতে লাগলো রোজিকে। চান্দুর মত ছেলে লাখে একটা মেলা ভার। ওরকম পাত্র হাতে পেয়ে ছেড়ে দেয়া নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার মত। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মন্তব্য শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে যায় রোজি। কাউকে কিছু বলে না সে। এরা তো তার সম্পর্কে কিছুই জানেনা।

তাকে চেনে না। সে কি চায় তা বোঝো না। এদের সাথে কথা বলা আর গাধার সাথে কথা বলা সমান।

রোজিকে যখন কোন ক্রমেই রাজী করান গেল না তখন খবর দিয়ে নিয়ে আসা হয় ছোট মামাকে। তিনিও রোজিকে ঘন্টার পর ঘন্টা বোঝালেন। রোজি শুধু উঠে আসার সময় বলে ছিল-

মামা, সলাত পড়েনা, আল্লাহর হুকুম মেনে চলে না এমন ছেলেকে আমি বিয়ে করব না।

একথা শুনে বাবা তো প্রায় মারতেই গিয়েছিলেন রোজিকে। ছোট মামা থামায় তাকে। রোজিদের পরিবারের পক্ষ থেকে বহুভাবে চেষ্টা প্রচেষ্টা করা হল রোজিকে বিয়েতে রাজী করানোর জন্য। কিন্তু রোজি অনঢ়। সে কিছুতেই বিয়ে করবে না চান্দুকে।

বৃহস্পতি বারের দিন রাতে লালু মিঞাদের বাড়ি গেলেন বাবা আর ছোট মামা। বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য। রোজি ছোটনকে বলল ওখানে কি হয় খোজ নিতে। ছোটন ছিল সেখানে। শেষ পর্যন্ত রোজিকে জোর করেই বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন তারা। দিন তারিখও ঠিক করে ফেলেন। ছোটন ফিরে এসে সব কিছু শোনায় আপুকে। রোজির পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেল। তার মনে পড়তে লাগল কত ভালবাসতেন তাকে তার মা, বাবা, ছোটমামা। আজ তারাই তাকে জোর করে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কত বোকা এরা। বাবা তাকে কত বই কিনে দিতেন। সারা দিন কাজ করে বাড়ি ফিরে তাকে দেখলেই মুচকি হাসতেন তার বাবা। সেদিন তিনিই তাকে মারতে গেলেন। তার মা নিজে অনেক কাজ করতেন কিন্তু রোজির কষ্ট হবে এমন কোন কাজ তাকে দেননি কখনও। তিনিই এখন তার সাথে হিংস্র পশুর মত আচরণ করছেন। খুব কষ্ট হচ্ছে রোজির। কতক্ষণ থেকে যে কাদছে সে জানেনা। এসব কিছু কেন হচ্ছে ? সে কি অপরাধ করেছে? না কোন অপরাধ করেনি রোজি। সে তো আল্লাহর হুকুমকেই পুরোপুরি ভাবে মেনে চলতে চেয়েছে। আর যে কেউ ইসলামকে পুরোপুরি মানতে চায় তার আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী তার শত্রু হয়ে যায়। নবী রাসুলদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। নিজেকে শান্তনা দেয় রোজি।

আজ তার অনিচ্ছা সত্বেও বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করে ফেলা হয়েছে একথা মনে পড়তেই

আবার বন্যা নামে তার চোখে। সে আল্লাহকে ডাকে যার জন্য এত কিছু সহ্য করছে সে।

হে আল্লাহ, হে আমার রব, তুমি সব কিছুই দেখছ। সব কিছুই শুনছ। তুমি আমাকে এই জাহান্নামীর হাত থেকে মুক্তি দাও। তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে বাচাও।

আল্লাহর কাছে সমস্ত অভিযোগ পেশ করার পর তার মন হালকা হয়ে আসে। তার কেন জানি মনে হয় আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। তার মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন।

সকালে ফজরের সলাত পড়েই কোরআন তেলাওয়াত করতে আরম্ভ করে রোজি। আজ বাগানে পানি দেবে না সে। ছোটন মসজিদ থেকে ফিরে অদূরে দাড়িয়ে দাড়িয়েই শুনছিল আপুর তেলাওয়াত। এর আগে কখনও এতো মধুর কন্ঠে তেলাওয়াত করেনি আপু। তবু কেন জানি মন স্থির করে শুনতে পারছে না সে। ছোটন ঘরে চলে যায়। রোজি কোরআন তেলাওয়াত শেষ করে যথা স্থানে কোরআন শরীফটি রেখে ফুল বাগানের দিকে চলে যায়। আজ ফুল বাগানে পানি দেবেনা তবু কিসের টানে যেন ওদিকে যায় রোজি। একটি গাদা ফুল ফুটে রয়েছে। ফুল দেখলে রোজির মাথা ঠিক থাকে না। তাড়াতাড়ি ফুলটি নেওয়ার জন্য সেদিকে পা বাড়ায় সে। গাদা ফুলটি ছিড়ে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে নিয়েছে এমন সময় কিসে যেন কামড় দেয় পায়ে। প্রায় সাথে সাথেই জ্বালা যন্ত্রনা আরাম্ভ হয়ে যায়। রোজি পায়ের দিকে তাকিয়ে মোটা একটা গোখরা সাপ দেখতে পায়। সাপ দেখা মাত্র বেহুশ হয়ে যায় রোজি। বেহুশ হওয়ার ঠিক আগ মুহুর্তে ওমা বলে একটি মাত্র ডাক দিয়ে ছিল সে।

ছুটে আসে তার মা। মেঝের উপর বিছানা পেতে শুইয়ে দেন তাকে। বাড়ির সকলে জরো হয় তার চারপাশে। বাবা ওঝা আনতে চলে যান। মামা যান ডাক্তার আনতে।

ছোটন বসে থাকে আপুর পাশে। হুশ ফিরার পর থেকে আপু কেবল তার দিকেই তাকাচ্ছে যেন কি বলতে চায়।

আমার ইচ্ছা পুরো হয়েছে ছোটন। আল্লাহ আমার ইচ্ছা পুরো করেছে। দুনিয়া পুজারীরা হেরে গেছে। আমি জিতে গেছি। তুই টিকে থাকিস ছোটন। আমার সাথে তোর দেখা হবে। বলতে বলতে নিশ্চুপ হয়ে যায় রোজি।

চারিদিকে কান্নার রোল পড়ে যায়। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন ছোটনের মা।

মিঞা বাড়ির বউ হওয়া তোর কপালে লেখা ছিলনা। আক্ষেপ করে বলতে থাকেন ছোটনের মা।

আপু মিঞা বাড়ির বউ হয়নি তাতে কি ? আমার আপু জান্নাতি হয়েছে। আমার আপু যা চেয়েছে তা পেয়ে গেছে। আমাদেরও জান্নাত পেতে হবে। তাহলে আপুর সাথে দেখা হবে। আপু তুমি দেখে নিও তোমার ছোটন তোমার দেকানো পথেই টিকে থাকবে। তোমার সাথে দেখা করবেই করবে। ছোটন মনে মনে বলে কথা গুলো। কাউকে শুনায় না। এসব কথা কেউ বুঝবেই না। ওর মত করে কেউ চেনে না রোজি আপুকে।

এভাবেই কত স্মৃতি,

কত কথা পিছনে ফেলে চলে যায় ছোটনের

রোজি আপু।

সমাপ্ত

লেখকের অন্যান্য বই

*** গ্রন্থাবলী:**

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)
২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বলালাহ্ (বিদয়াত সম্পর্কে)
৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)
৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস
৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাব্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়া (আরবী)
৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)
৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী
৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)
৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)
১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে
১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা
১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন
১৩. দরবারী আলেম
১৪. মারেফাত
১৫. লাইলাতুল বারায়াহ্
১৬. হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত (প্রফেসর শামসুর রহমান লিখিত 'হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!'' বইয়ের জবাব)

*** রিসালাহ্ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ):**

১৭. ছোটদের আক্বাইদ
১৮. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল
১৯. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)
২০. মাসায়িলুল ই'তিকাফ (আরবী)
২১. সংশয় নিরসন

*** ইসলামী উপন্যাস ও কবিতা:**

২২. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রের স্বরূপ উম্মোচন)
২৩. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)
২৪. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)
২৫. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)
২৬. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)
২৭. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)
২৮. কবিতায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)
২৯. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)
৩০. বায়াত (কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার হাতে বায়াত???)
৩১. কল্পনায় জান্নাত (কবিতা গ্রন্থ)

*** ভাষা শিক্ষা:**

৩২. তাইসীরুল ক্বওয়ায়িদ (আরবী গ্রামার)
৩৩. আরাবিয়্যাতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)

প্রকাশের অপেক্ষায়

১. শান্তি ও সন্ত্রাস (গবেষণা গ্রন্থ)   ২. ইনসাফ (গবেষণা গ্রন্থ)